Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Ashar 19, 1433 Bangla, July 03, 2026, Friday, No. 178, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has said, National Poet Kazi Nazrul Islam is not only a figure of past but also a source of inspiration for future generations. [R. Today: 31]

Health and Family Welfare Minister has announced that government will set up mobile hospitals to handle the pressure of dengue patients if necessary. [Jago FM: 26]

Bangladesh has called for enhanced international cooperation to counter evolving threat of terrorism at UN General Assembly debate on UN Global Counter-Terrorism Strategy. [Jago FM: 13]

Chinese Ambassador to Dhaka Yao Wen has stated that China will continue to provide all forms of assistance including technical support for implementation of Teesta project. [BBC: 10]

Government has enacted Gambling Prevention Act, 2026, replacing the colonial-era Public Gambling Act, 1867, to tackle the growing threat of online gambling, sports betting and digital gambling networks. [Jago FM: 30]

Government has approved "Visa Policy 2026" to simplify visa process to encourage investment at home and abroad. [Jago FM: 15]

Five more children have died from measles-like symptoms in country. [Jago FM: 20]

Price of liquefied petroleum gas has been reduced on consumer level. The price has been cut by Tk 29.76 per kilogram, bringing down the cost of widely used 12kg LPG cylinder by Tk 357. [BBC: 08]

Transparency International Bangladesh has termed the proposal to place the National Human Rights Commission under a government ministry as 'unacceptable'. [Jago FM: 27]

People in Teknaf Upazila of Cox's Bazar were shaken by repeated sounds of explosions from across border in Myanmar. [R. Today: 32]

Russia has launched a massive drone and missile attack on Kyiv, killing at least 20 civilians in the city. [BBC: 07]

Director: 44813046	Deputy News Controller: 44813048 44813179	Assistant News Controller: 44813047 44813178

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

আষাঢ় ১৯, বাংলা ১৪৩৩, জুলাই ০৩, ২০২৬, শুক্রবার, নং- ১৭৮, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কেবল অতীত ইতিহাস নন, তিনি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রেরণার উৎস। [রে. টুডে: ৩১]

ডেঙ্গু পরিস্থিতির প্রয়োজনে রোগীর চাপ সামাল দিতে ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। [জাগো এফএম: ২৬]

জাতিসংঘের বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা কৌশল বিষয়ক জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বিতর্কে বাংলাদেশ সন্ত্রাসবাদের ক্রমবর্ধমান হুমকি মোকাবিলায় বর্ধিত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আহ্বান জানিয়েছে। [জাগো এফএম: ১৩]

তিস্তা প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে কারিগরিসহ সব ধরনের সহায়তা চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। [বিবিসি: ১০]

দেশে অনলাইন জুয়া, স্পোর্টস বেটিং এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে পরিচালিত জুয়ার বিস্তার রোধে প্রকাশ্য জুয়া আইন ১৮৬৭ রহিত করে জুয়া প্রতিরোধ আইন, ২০২৬ নামে নতুন আইন কার্যকর করা হয়েছে। [জাগো এফএম: ৩০]

দেশে-বিদেশে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে ভিসা প্রক্রিয়া আরও সহজ করার লক্ষ্যে `ভিসা নীতি-২০২৬, অনুমোদন দিয়েছে সরকার। [জাগো এফএম: ১৫]

দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও পাঁচ শিশুর মৃত্যু। [জাগো এফএম: ২০]

ভোক্তাপর্যায়ে বেসরকারি খাতের এলপিজির দাম কমেছে। এবার প্রতি কেজিতে কমেছে ২৯ টাকা ৭৬ পয়সা। এতে বাজারে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারে দাম কমেছে ৩৫৭ টাকা। [বিবিসি: ০৮]

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়ের অধীনে রাখার প্রস্তাব অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। [জাগো এফএম: ২৭]

কক্সবাজারের টেকনাফ সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে আবারও দফায় দফায় বোমা বিস্ফোরণের বিকট শব্দ শোনা যাচ্ছে। [রে. টুডে: ৩২]

কিয়েভে রাশিয়ার ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অন্তত ২০ জন নিহত। [বিবিসি: ০৭]

বিবিসি

হালাল শিল্প কী, এ খাতে বাংলাদেশের সম্ভাবনা কতটা?

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সম্প্রতি মালয়েশিয়া সফরে গেলে দেশটির প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকের পর যে যৌথ বিবৃতি দেওয়া হয়, সেখানে হালাল শিল্পের প্রসঙ্গটি গুরুত্ব পায়। ফলে অনেকের মধ্যেই কৌতূহল তৈরি করেছে, হালাল শিল্প বিষয়টি আসলে কী? দুই দেশের যৌথ বিবৃতিতে তখন বলা হয়েছিল, "দুই নেতা বৈশ্বিক ইসলামি অর্থনীতির বিশাল বাণিজ্যিক সম্ভাবনা স্বীকার করেন এবং বাংলাদেশের হালাল খাতের উন্নয়নে মালয়েশিয়ার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে সম্মত হন।„ এর আগে, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে তখনকার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের মালয়েশিয়া সফরেও 'হালাল শিল্প' প্রসঙ্গটি আলোচনায় এসেছিল। মালয়েশিয়ার একটি সংবাদ মাধ্যমকে মি. ইউনূস তখন বলেছিলেন, "আমাদের সম্পদ একত্র করতে পারলে হালাল খাতই হবে ঢাকা ও পুত্রজায়ার মধ্যে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির সবচেয়ে স্বাভাবিক ক্ষেত্র।„ কিন্তু প্রশ্ন হলো, হালাল শিল্প আসলে কী? মালয়েশিয়ার হালাল শিল্পে কোন কোন খাত আছে এবং বাংলাদেশ এই হালাল শিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনা কতটা আছে? কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশ হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি (কমার্সিয়াল) প্রণব কুমার ঘোষ বিবিসি বাংলাকে বলছেন, মালয়েশিয়া হালাল শিল্পের বৈশ্বিক রোল মডেল। এ খাতে বাংলাদেশের ব্যাপক সম্ভাবনা আছে এবং এ বিষয়ে আলোচনা এগিয়ে নিতে পারলে এটি বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য 'গেমচেঞ্জার' হয়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিএমসিসিআই) সভাপতি মো. আনোয়ার শহীদ বলছেন, হালাল শিল্প খাতে মালয়েশিয়া চ্যাম্পিয়ান দেশ। সে কারণে তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে বৈশ্বিকভাবে প্রায় তিন ট্রিলিয়ন ডলারের 'হালাল অর্থনীতিতে' শক্ত অবস্থান তৈরির সুযোগ বাংলাদেশ নিতে পারে। "আমাদের বড়ো সমস্যা হলো সার্টিফিকেশন বা সনদ দেওয়া নিয়ে। ভালো ল্যাবরেটরি করে সার্টিফিকেশন সমস্যা কাটিয়ে তোলা গেলে বাংলাদেশ হালাল খাতে ভালো করবে,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।

হালাল শিল্প আসলে কী

মো. আনোয়ার শহীদ বলছেন, হালাল শিল্প হলো একটি ইকো-সিস্টেম, যার মধ্যে ব্যাংকিং, ট্যুরিজম, হালাল হোটেল ইন্ডাস্ট্রি, হালাল লজিস্টিক, হালাল ফার্মাসিকউট্যিালসহ অনেক ধারণা আছে। আর প্রণব কুমার ঘোষ বলছেন, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি এটি একটি বৈশ্বিক ধারণা এবং খাদ্য থেকে শুরু করে পোশাক পর্যন্ত অনেক কিছুই এই ধারণার মধ্যে আছে। মালয়েশিয়া হালাল শিল্প নিয়ে যে মাস্টার প্ল্যান করেছে সেখানে বলা হয়েছে, হালাল ইকোসিস্টেম হলো এমন একটি সমন্বিত নেটওয়ার্ক, যেখানে হালাল পণ্য ও সেবার উৎপাদন, উন্নয়ন, সরবরাহ এবং বিতরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপাদান একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এই উপাদানগুলো সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে। ইকোসিস্টেমের প্রতিটি অংশের নিজস্ব কার্যক্রম থাকলেও, তারা পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত, যার ফলে একটি টেকসই ও ক্রমবর্ধমান ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। অর্থাৎ উৎপাদন থেকে ভোক্তার কাছে যাওয়ার প্রতি স্তরে হালাল পদ্ধতি বা উপকরণ ব্যবহার করে যে-সব শিল্প গড়ে ওঠে, সেটিই হালাল শিল্প।

মালয়েশিয়ার হালাল শিল্প কতটা বিস্তৃত

ব্যবসায়ী ও হাইকমিশনের কর্মকর্তারা বলছেন, হালাল শিল্পে মালয়েশিয়ার অভিজ্ঞতা প্রায় ৪০ বছরের এবং হালাল শিল্পের বিকাশ ও মানোন্নয়নে মালয়েশিয়া বিশ্বে পথিকৃৎ হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠছে। দেশটিতে হালাল পণ্যের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ফলে মালয়েশিয়া হালাল পণ্যের নিট আমদানিকারক দেশ। দেশটির সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০৩০ সালে মালয়েশিয়ার হালাল মার্কেট হবে ১১৩ বিলিয়ন ডলারের, যা ২০১৮ সালে ছিল ৬৮ বিলিয়ন ডলারের। এর মধ্যে ফুড ও বেভারেজ খাত ২০৩০ সালে হবে ৮৫ বিলিয়ন ডলারের, যা ২০১৮ সালে ছিল ৫১ বিলিয়ন ডলারের। এর বাইরে কসমেটিক ও পার্সনাল কেয়ার, ফার্মাসিউটিক্যালস সেক্টরও হালাল শিল্পে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে থাকবে। হালাল শিল্পে দেশটির নয়টি খাত অন্তর্ভুক্ত আছে। এগুলো হলো- ফুড অ্যান্ড বেভারেজ, কসমেটিক ও পার্সনাল কেয়ার, ইনগ্রিডিয়েন্টস, ফার্মাসিউটিক্যালস, মডেস্ট ফ্যাশন, মেডিকেল ট্যুরিজম ও ডিভাইসেস, মুসলিম ফ্রেন্ডলি হাসপাতাল, লজিস্টিক সার্ভিস ও ইসলামিক ফাইন্যান্স। মালয়েশিয়ায় হালাল শিল্প সম্পর্কিত সরকারি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে থাকা তথ্য অনুযায়ী, দেশটি ১৯৭০ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত সময়ে ধাপে ধাপে একটি আধুনিক, স্বচ্ছ ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হালাল সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। সরকারি নীতিমালা ও আইন ছাড়াও জাকিম (সনদ প্রদানকারী সংস্থা), হালাল ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন বা এইচডিসি ও মালয়েশিয়া হালাল কাউন্সিলের মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে, যেগুলো বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ হালাল শিল্প ও সার্টিফিকেশন মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। দেশটির প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স বিভাগ ১৯৭০ সালে হালাল শিল্পের কার্যক্রম গ্রহণে উদ্যোগী হয়। তবে হালাল খাদ্য সম্পর্কে প্রথম সরকারি নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছিল ১৯৭৪ সালে। ওই বছরেই দেশটির বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় হালাল খাদ্য পরিদর্শন ও প্রত্যয়নের কাজে সম্পৃক্ত হয়। পরে ১৯৮৪ সালে

মালয়েশিয়ার জাতীয় ফতোয়া কাউন্সিল হালাল ও হারাম-সম্পর্কিত বিষয়গুলোর জন্য আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা দেওয়া শুরু করে। হালাল ব্যবস্থার আইনি ও শরিয়াহভিত্তিক ভিত্তি আরও শক্তিশালী হয়। দেশটি আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারি হালাল লোগো চালু করে ১৯৯৪ সালে এবং ২০০২ সালে হালাল সনদ প্রদানের দায়িত্ব জাকিম নামক সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হয়। সারা দেশে হালাল সার্টিফিকেশন কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত হতে থাকে। এরপর ২০০৮ সালে হালাল ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন বা এইচডিসি-কে হালাল শিল্প উন্নয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়। একই সাথে হালাল শিল্পের পরিকল্পনা, বিনিয়োগ ও রপ্তানি উন্নয়নে কাজ শুরু হয়। তবে ২০০৯ সালে হালাল সনদ দেওয়ার দায়িত্ব আবার জাকিমকে দেওয়া হয় এবং পরের বছরেই সারাদেশে একীভূত হালাল সনদ ব্যবস্থা কার্যকর হয়। ২০১১ সালে হালাল দাবি, লেবেলিং ও সনদ প্রদানের জন্য নতুন আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১৬ সালে মালয়েশিয়া হালাল মুভমেন্ট বা এমআইচএম অধীনে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাকে একত্রিত করা হয় এবং ২০২০ সালে হালাল পণ্যের মান নির্ধারণসংক্রান্ত মানদণ্ড গ্রহণ করা হয়।

হালাল ধারণাটি কীভাবে কাজ করছে

ব্যবসায়ীরা বলছেন, মালয়েশিয়া অস্ট্রেলিয়া থেকেও মাংস আমদানি করে। কিন্তু শুরু থেকেই সেই মাংস হালাল কি-না, তা নিশ্চিত করা হয়। মালয়েশিয়া বর্তমানে ভারত, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া থেকে হালাল পণ্য সংগ্রহ করে। আবার মালয়েশিয়ার পোশাক খাতের হালাল অংশটিকে বলা হয় মডেস্ট ফ্যাশন খাত। অর্থাৎ যে-সব পোশাক 'মার্জিত' বলে বিবেচিত। মালয়েশিয়া মিশ্র সংস্কৃতির দেশ এবং দেশটির জনগোষ্ঠীর মধ্যে চীনা, ভারতীয় ও মালয় জনগোষ্ঠী সংখ্যায় বড়ো। ফলে দেশটিতে মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে হালাল সনদ থাকা পণ্য কিংবা সেবা ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে, যা দেশটির হালাল শিল্পকে শক্ত ভিত্তি দিয়েছে। আবার বাংলাদেশের একটি কোম্পানি মালয়েশিয়ায় পণ্য পাঠানোর জন্য হালাল সনদ পাওয়ার পর মালয়েশিয়ার সনদ প্রদানকারী সংস্থা জাকিমকেই বাংলাদেশে এনেছিল। এখন জাকিমের হালাল সনদ নিয়েই তারা মালয়েশিয়ায় পণ্য পাঠায় বলে জানা গেছে। মালয়েশিয়া ও সৌদি আরবের মতো বেশ কিছু দেশে এখন মাংসসহ কিছু পণ্য পাঠাতে হালাল সনদ থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, কয়েকটি ধাপে হালাল বিষয়টি নিশ্চিত করে একটি পণ্য বা সেবাকে হালাল সনদ দেওয়া হয় মালয়েশিয়ায়। এসব ধাপগুলো হলো- কাঁচামাল, উৎপাদন, প্যাকেজিং, ওয়ারহাউজ/লজিস্টিক, পরিবহণ ও ভোক্তার হাতে তুলে দেওয়া। মালয়েশিয়ায় দুটি প্রতিষ্ঠান এর জন্য সুনির্দিষ্ট কাজ করে। এর একটি হলো- জাকিম, যার কাজ হলো- প্রতিটি স্তরে যাচাই-বাছাই করে হালাল সনদ দেওয়া। আর অন্যটি হলো হালাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল বা এইচডিসি। এই সংস্থাটি শিল্পখাতের হালাল সক্ষমতা অর্জনে প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশের সম্ভাবনা কতটা ও চ্যালেঞ্জ কোথায়

বাংলাদেশে ২০২৩ সালে ইসলামী শরিয়া মোতাবেক পণ্য উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি ও বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে 'হালাল সনদ নীতিমালা-২০২৩' নামে একটি নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল। তখন বলা হয়েছিল, কোনো পণ্যের হালাল স্বীকৃতি পেতে চাইলে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কাছে আবেদন করে হালাল সনদ ও লোগো নিতে হবে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানকে। এর আগে, ২০২১ সাল থেকে হালাল সনদ দিয়ে আসছিল বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)। ফলে দুটি সংস্থাই হালাল সনদ দেওয়ার কাজ করে আসছে। বাংলাদেশ বর্তমানে মাত্র ৮৫ কোটি ডলারের মতো হালাল পণ্য রপ্তানি করে, যার বেশিরভাগই কৃষিভিত্তিক পণ্য। তারা এখন পর্যন্ত ২৮০টির মতো প্রতিষ্ঠানকে হালাল সনদ দিয়েছে। যদিও দুই প্রতিষ্ঠান আলাদা সনদ দেওয়াটা নতুন জটিলতা তৈরি করছে বলে অভিযোগ আছে ব্যবসায়ীদের। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হালাল সনদ বিভাগের উপ-পরিচালক ড. মাওলানা মো. আবু ছালেহ পাটোয়ারী বলছেন, হালাল খাতে অনেক সম্ভাবনা থাকলেও সত্যিকার অর্থে সুফল পেতে হলে আরও অনেক পদক্ষেপ সরকারকে নিতে হবে। "সনদ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা এখন মালয়েশিয়ার জাকিমের নীতিমালা অনুসরণ করছি। পণ্য সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল এক্সপার্ট ও শরিয়াহ এক্সপার্টদের দিয়ে একটি পণ্যের প্রতিটি ধাপের পর্যালোচনা হয় হালাল সনদ দেওয়ার আগে। কিন্তু মানুষ এখনো অত্যাধুনিক জবাই খানা ব্যবহার করে না। গরু বলুন আর মুরগী বলুন, সবাই যত্রতত্র নিজের মতো করে জবাই করে,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। তিনি জানান, "এসব কারণেই হালাল সনদ দিয়ে মাংস ও মাংসজাত দ্রব্য মালদ্বীপ ছাড়া কোথাও পাঠানো যাচ্ছে না নানা সংকটের কারণে। একটি হালাল অর্থনৈতিক জোন এর সমাধানে ভূমিকা রাখতে পারে।„ এরপরেও ব্যবসায়ীরা মনে করেন, মালয়েশিয়ায় শুধু হালাল খাবার নয়, হালাল হোটেল, ঔষধের বাজার ও পর্যটনেও বড়ো সুযোগ রয়েছে। এমনকি দুই দেশের শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেও একযোগে কাজের সুযোগ নিতে পারে। বাংলাদেশ হাইকমিশনের কর্মকর্তা প্রণব কুমার ঘোষ বলছেন, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রায় সবকিছুই হালাল এবং সে কারণে শিল্প খাত হিসেবে হালাল শিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনা এখানে ব্যাপক। "বাংলাদেশের হালাল পণ্যের বৈশ্বিক স্বীকৃতি নেওয়া গেলে অনেক দেশেই তা রফতানি করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক মানের সনদের জন্য

ল্যাবরেটরি সক্ষমতা বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের সুফল দেবে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি।

বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিএমসিসিআই) দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মালয়েশিয়ায় প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে দেড় হাজার কোটি ডলারের হালাল খাদ্য আমদানি হয়, যা ২০৩০ সাল নাগাদ পাঁচ হাজার কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাংলাদেশের দিক থেকে সরকারিভাবে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারলে বাংলাদেশ এই বাজারেই কয়েক বিলিয়ন ডলারের হালাল খাদ্য রফতানির সুযোগ নিতে পারে বলে ব্যবসায়ীদের এই সংগঠনটি মনে করে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বাংলাদেশের বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা বিডা হালাল খাত নিয়ে মালয়েশিয়ার এইচডিসির কাছে কাজ শুরু করেছে। বিএমসিসিআই সভাপতি আনোয়ার শহীদ বলছেন, সার্টিফিকেশন বা সনদ সমস্যার কারণে এখন বাংলাদেশের অবস্থান দুর্বল। ”এখন ইসলামিক ফাউন্ডেশন আর বিএসটিআই (হালাল) সনদ দিচ্ছে। কিন্তু ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তো ল্যাব নেই। বিএসটিআইয়ের টেস্টিং ক্যাপাসিটি খুব বেশি নয়। ফলে এখন ব্যবসায়ীদের তাদের পণ্যের জন্য মালয়েশিয়ার জাকিম বা ওই মানের অন্য দেশের প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সনদ নিতে হচ্ছে। খাবার কিংবা ঔষধের জন্য ল্যাব তো স্থাপন করতেই হবে। এসব করা গেলে বাংলাদেশের দারুণ সম্ভাবনা তৈরি হবে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। মি. শহীদ জানান, তারা হালাল শিল্প নিয়ে আগামী মার্চে একটি সম্মেলন করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যাতে করে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকারকে সহায়তা করা যায়। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

ভিসা নীতি সহজ করছে বাংলাদেশ: মন্ত্রিপরিষদ সচিব

বাংলাদেশে ২০০৬ সালে প্রণীত ভিসানীতি সংশোধন করে নতুন ভিসানীতি প্রণয়নের কাজ শুরু করছে সরকার। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি। মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, ২০০৬ সালের ভিসা নীতিমালা সংশোধন করে ৺ভিসা পলিসি- ২০২৬, এর খসড়া তৈরির জন্য অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা হয়েছে। মূলত বিদেশিদের বাংলাদেশে আগমন ও প্রস্থানকে সহজ করা, বিদেশি বিনিয়োগ, ব্যবসা ও দক্ষ মানবসম্পদ আকৃষ্ট করা, পর্যটন খাতকে উৎসাহিত করাসহ জাতীয় নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

এবছর ডেঙ্গু পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার আশঙ্কা কেন করছেন বিশেষজ্ঞরা?

বাংলাদেশে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া হাম পরিস্থিতির উন্নতি হতে না হতেই হাসপাতালগুলোতে বাড়তে শুরু করেছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা। সরকারি হিসেবে, এ জ্বরে আক্রান্তের সংখ্যা ইতোমধ্যেই ছয় হাজার ছাড়িয়ে গেছে, যাদের মধ্যে অর্ধেকই সংক্রমিত হয়েছে গত এক মাসে। ওই সময়ের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যাও আগের কয়েক মাসের তুলনায় প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। সামনের কয়েক মাসে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ও নিহতের সংখ্যা বেড়ে পরিস্থিতি 'মারাত্মক রূপ' নিতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। ”বিশেষ করে, চলতি জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ডেঙ্গু পরিস্থিতি মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে। ওই সময় আক্রান্ত এবং মৃত্যু, উভয়ই লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মশা গবেষক ও কীটতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ড. কবিরুল বাশার। ডেঙ্গু পরিস্থিতি সামনে যে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে, সরকার নিজেও সেটি স্বীকার করছে। সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন। ”গত দুইমাস ধরে জেলা শহর থেকে শুরু করে উপজেলা পর্যন্ত আমরা পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালিয়ে আসছি। এছাড়া মশার লার্ভা মারার জন্য একটা বিশেষ ট্যাবলেট পাওয়া যায়। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সেগুলো আমরা জোগাড় করতেছি লার্ভা মারার জন্য,„ বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেন মি. হোসেন। সেইসঙ্গে, ডেঙ্গুতে মৃত্যু ঠেকাতে সারা দেশে বিভিন্ন হাসপাতালে বিশেষ ওয়ার্ড প্রস্তুত রাখাসহ চিকিৎসকদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

হাসপাতালের পরিস্থিতি কেমন?

ঢাকার বাসাবো এলাকার একটি বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী ফাইয়াজ আহমেদ রাতুল। তিনদিন আগে হঠাৎ করেই তার শরীরে তীব্র জ্বর দেখা দেয়। ঔষধ খাওয়ানোর পরও তাপ কমার লক্ষণ না দেখে পরদিনই রাতুলকে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় পরিবার। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে চিকিৎসকরা নিশ্চিত হন, শিশুটি ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত। ”এটা শোনার পর আর বাসায় যাইনি। ছেলের সঙ্গে গত দুইদিন হাসপাতালে আছি,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন রাতুলের মা রেবেকা খাতুন। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় অবস্থিত মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চলতি বছর আড়াইশ'র বেশি মানুষ ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছে। তাদের বেশিরভাগই চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হলেও প্রাণে বাঁচানো যায়নি অন্তত দু-জনকে। বর্তমানে হাসপাতালটিতে ডজনখানেক ডেঙ্গুরোগী ভর্তি রয়েছেন, যাদের প্রায় সবাই এসেছেন চলতি সপ্তাহে। ঢাকার অন্য সরকারি হাসপাতাল গুলোতেও বাড়ছে ডেঙ্গু রোগির সংখ্যা। ”বিশেষ করে গত এক সপ্তাহ যাবত প্রায় প্রতিদিনই ডেঙ্গু ওয়ার্ডে নতুন নতুন রোগী ভর্তি হচ্ছে,„ বিবিসি বাংলাকে

বলছিলেন বাংলাদেশ শিশু হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডের দায়িত্বে থাকা অধ্যাপক ডা. আতিকুল ইসলাম। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেবে, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ছয় হাজারের বেশি মানুষ ডেঙ্গুতে সংক্রমিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় তিন হাজারই আক্রান্ত হয়েছে গত জুন মাসে। ওই একমাসে মৃত্যুর সংখ্যা পাঁচ থেকে বেড়ে ১৯ জন হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ঢাকার পাশাপাশি বরিশাল, চট্টগ্রাম, খুলনা, ময়মনসিংহ এবং রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলায় ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। এর মধ্যে ঢাকার বাইরে ময়মনসিংহ বিভাগে মৃত্যুর সংখ্যা বেশি। সেখানে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে অন্তত পাঁচজন মারা গেছে।

বেড়েছে লার্ভা

বাংলাদেশে প্রতিবছরই বর্ষা মৌসুমে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়তে দেখা যায়। সেজন্য বর্ষার আগেই এডিস মশার প্রজনন ও ঘনত্বের ওপর জরিপ চালিয়ে ডেঙ্গুর পূর্বাভাস দিয়ে থাকেন বিশেষজ্ঞরা। চলতি বছর ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে এ ধরনের জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। এর বাইরে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক ও কীটতত্ত্ববিদ ড. কবিরুল বাশারের নেতৃত্বে আরেকটি জরিপ হয়েছে। এই তিন জরিপেই ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলায় অন্যান্য বছরের চেয়ে বেশি মাত্রায় এডিস মশার লার্ভা বা শূককীটের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। ”অন্যান্য বছর যেখানে ব্রুটো ইনডেক্স থাকে ১০ বা ১২, এবছর সেটা দ্বিগুণ-তিনগুণ পর্যন্ত বেশি পাওয়া গেছে,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মশা গবেষক অধ্যাপক বাশার। ব্রুটো ইনডেক্স বা বিআই দিয়ে এডিস মশার লার্ভার উপস্থিতি হিসাব করা হয়। এক্ষেত্রে মশার প্রজনন উৎস, অর্থাৎ যে-সব জায়গায় মশা ডিম পাড়তে পারে, সেগুলো পরীক্ষা করে দেখা হয়। অতীতের জরিপগুলোতে প্রতি ১০০ প্রজনন উৎসের মধ্যে সাধারণত দশ বা এর কাছাকাছি সংখ্যায় মশার লার্ভা পেয়েছেন গবেষকরা। কিন্তু এবছর সেটি কয়েকগুণ বেড়েছে। এর মধ্যে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের জরিপে নর্দমা, নালা, ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, ডাবের খোল, বাড়ির বেজমেন্টসহ এডিস মশার অন্যান্য প্রজননস্থলে লার্ভার বিআই গড়ে ৪০ এর ওপরে পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। জরিপে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৭৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৬৩টিতেই ব্রুটো ইনডেক্স ছিল ২০ এর ওপর। অন্যদিকে, অধ্যাপক ড. কবিরুল বাশারের নেতৃত্বে গত মে মাসের শেষ সপ্তাহে বরিশাল, বরগুনা, পিরোজপুর ও কক্সবাজার জেলায় মশার লার্ভার পরীক্ষা হয়। এর মধ্যে কক্সবাজারে ৪৩, বরিশালে ৩৪ এবং পিরোজপুরে প্রায় ৪৩ বিআই পাওয়া গেছে। ”এটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। ধ্বংস করা না হলে এসব লার্ভা থেকে এডিস মশা জন্ম নিয়ে আগামী দুই মাসের মধ্যে ডেঙ্গু পরিস্থিতি বেশ খারাপ পর্যায়ে চলে যেতে পারে বলে আমরা ধারণা করছি,„ বলেন অধ্যাপক বাশার।

এডিস মশা বাড়ছে কেন?

ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় যে এডিস মশার বংশবিস্তার যে ক্রমেই বাড়ছে, সেটার পেছনে মূলত দুটি কারণ কাজ করছে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। ”এর একটি হচ্ছে, এডিস মশার জন্য অনুকূল আবহাওয়া,„ বলেন অধ্যাপক বাশার। এই গবেষক বলছেন, উচ্চ তাপমাত্রা এবং ঘন ঘন বৃষ্টিপাত এডিসের বংশবিস্তারের জন্য আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করে। ”ঘন ঘন বৃষ্টির ফলে বিভিন্ন জায়গায় পানি জমে থাকে। তখন এডিস মশা গিয়ে সেখানে ডিম পাড়ে এবং সহজে বংশবিস্তার করে,„ যোগ করেন অধ্যাপক বাশার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মশার বংশবিস্তারের এই প্রক্রিয়া নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত চিন্তার কিছু থাকে না, যতক্ষণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে লার্ভাগুলো ধ্বংস করা যায়। কিন্তু যখন সেগুলো নষ্ট করা যায় না, তখনই আসলে বিপদ দেখা দেয়। ”আমাদের এখানে সেটাই বেশি হচ্ছে,„ বলেন কীটতত্ত্ববিদ কবিরুল বাশার। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই গবেষক বলেন, ”জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর সারাদেশে স্থানীয় সরকার ভেঙে পড়েছে। গত প্রায় দুই বছর ধরে সিটি করপোরেশন বা উপজেলায় জনপ্রতিনিধিরা নেই। ফলে মশা নিধনের কাজ সেভাবে হয়নি না। সেজন্যই মশা বেড়ে গেছে।„ বর্তমানে সারাদেশে এডিস মশার যে-সব লার্ভা রয়েছে, সেগুলো ধ্বংস করা সম্ভব না হলে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়বে বলে পূর্বাভাস দিয়েছেন অধ্যাপক বাশার।

কর্তৃপক্ষ কী বলছে?

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা হাম পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সরকারকে যেভাবে বেগ পেতে হচ্ছে, এর মধ্যে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়তে থাকলে স্বাস্থ্যখাতে বড়ো ধরনের বিপর্যয় নেমে আসবে। ”আর বিপর্যয় নেমে আসা মানেই বহু মানুষের নিশ্চিত মৃত্যু। এগুলো ভালোমতো মোকাবিলা করার প্রস্তুতি ও দক্ষতা সরকারের নেই। সেজন্য বিপর্যয় ঘটার আগেই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. বে-নজির আহমেদ। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তারা বলছেন, ডেঙ্গুজ্বর যেন ছড়িয়ে না পড়ে, সেজন্য মশা নিধনের বিষয়ে তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছেন। ”ডেঙ্গু প্রতিরোধে আমরা সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছি। এটিকে একটি জরুরি নাগরিক সেবা ও জনস্বাস্থ্য সংকট হিসেবে বিবেচনা করে জিরো টলারেন্স নীতিতে কাজ করছি,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক আব্দুস সালাম। এক্ষেত্রে জরিপের ফলাফল আমলে নিয়ে ঢাকা দক্ষিণে ডেঙ্গুর উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা ২৭টি ওয়ার্ডে গত মাসে পাঁচদিনব্যাপী 'মশক নিধন ক্রাশ প্রোগ্রাম' চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। একইসঙ্গে, মাঝারি ও সাধারণ ঝুঁকিপূর্ণ ওয়ার্ডগুলোতেও পরিচ্ছন্নতা

অভিযান পরিচালনা এবং মশা ও লার্ভা মারার ঔষধ ছিটানো হচ্ছে বলে জানানো হয়। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ করা হলেও কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন, মশা নিধনের পাশাপাশি ডেঙ্গুর চিকিৎসায় তারা হাসপাতালগুলোকেও প্রস্তুত করছেন। "বিভিন্ন হাসপাতালে আলাদা ডেঙ্গু ওয়ার্ড রাখা হয়েছে। এছাড়া জ্বর কমে গেলেও সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ডেঙ্গু রোগীকে ছাড়পত্র না দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে প্লাজমা লিকেজ হয়ে রোগীর মৃত্যু ঠেকানো যাবে,„ বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতির বিষয়ে যা জানালেন শিক্ষামন্ত্রী

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষকদের পদোন্নতি সংক্রান্ত আইনি জটিলতার অবসান হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। বৃহস্পতিবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী জানান, আইনি জটিলতা শেষ হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩৬ হাজার ২৩৫টি শূন্য পদে প্রধান শিক্ষকদের পদোন্নতি প্রক্রিয়া শুরু করবে সরকার। ২০১৭ সালে নিয়োগবিধির জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিধি চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেছিলেন ৩৮৩ জন শিক্ষক। এর ফলে গত নয় বছর যাবৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮০ শতাংশ কোটার বিপরীতে পদোন্নতি বন্ধ ছিল। এছাড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পর্যাপ্ত না থাকায় শিক্ষকদের পিটিআই ট্রেনিংয়ের সময়ও কমিয়ে আনার কথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন "যেহেতু আমাদের ট্রেনিং সেন্টার অপ্রতুল রয়েছে, সেহেতু আমরা ইনিশিয়ালি দুই মাসের ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।„(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

রাশিয়ার `সবচেয়ে ভয়াবহ, হামলায় কিয়েভে অন্তত ২০ জন নিহত

কিয়েভে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। এই হামলায় অন্তত ২০ জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। ইউক্রেনের রাজধানীতে এটিই "সবচেয়ে বড়ো হামলা„ হিসেবে বর্ণনা করেছেন কিয়েভের মেয়র ভিটালি ক্লিচকো। তিনি জানিয়েছেন, রাশিয়ার চালানো এই হামলায় প্রায় ৯০ জন আহত হয়েছেন। হামলার শিকার স্থানগুলোর মধ্যে একটি অ্যাম্বুলেন্স স্টেশনও রয়েছে বলে জানান তিনি। কিয়েভে চালানো অতীতের হামলাগুলোতে নিহতের সংখ্যা এর থেকে বেশি হলেও এবারের হামলায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এবং বিশাল এলাকাজুড়ে বিভিন্ন স্থানে আঘাত করা হয়েছে। রাশিয়া আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির এমন সতর্কবার্তার কয়েক ঘণ্টা পরই কিয়েভে হামলার ঘটনা ঘটে। এর আগেই অবশ্য কয়েকটি এলাকা থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। মস্কো জানিয়েছে, রাশিয়ার বেসামরিক অবকাঠামোতে হামলার প্রতিশোধ হিসেবে, তাদের ভাষ্য মতে- ইউক্রেনের সামরিক কারখানা লক্ষ্য করে আঘাত করা হয়েছে। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেছেন, রাশিয়া "লক্ষ্যঅর্জনের জন্য কিয়েভের ওপর চাপ অব্যাহত রাখবে।„ মস্কোর বিরুদ্ধে বেসামরিক এলাকাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করার অভিযোগ করেছে ইউক্রেন। তারা বলছে, "আগ্রাসনকারী এবং আত্মরক্ষা করা একটি দেশের„ কর্মকাণ্ডকে সমানভাবে দেখা ভুল হবে। এদিকে, হতাহতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিশু রয়েছে বলে জানিয়েছেন কিয়েভের সামরিক প্রশাসনের প্রধান তিমুর তকাচেঙ্কো।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

কাতারে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনা শেষ, পরবর্তী বৈঠক খামেনির দাফনের পর

দোহায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের প্রতিনিধিদের মধ্যে পরোক্ষ আলোচনা শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছে কাতার। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাজেদ মোহাম্মদ আল-আনসারি। দু-দিনব্যাপী চলা বৈঠকে হরমুজ প্রণালি এবং ইরানের অবরুদ্ধ অর্থ ছেড়ে দেওয়াসহ আরও বেশকিছু ইস্যু গুরুত্ব পেয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। তবে চূড়ান্ত সমাধানে পৌঁছাতে না পারায় দুইপক্ষের মধ্যে আলোচনা চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা 'ইসলামি রিপাবলিক নিউজ এজেন্সির, (ইরনা) খবরে বলা হয়েছে, স্থায়ীভাবে যুদ্ধের অবসান ঘটানোর লক্ষ্য নিজেদের মধ্যকার অমীমাংসিত ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনা ও পরামর্শ চালিয়ে যেতে সম্মত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের প্রতিনিধিরা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, পরবর্তী বৈঠকের তারিখ নির্ধারণ ও নির্দিষ্ট করা হবে বলেও খবরে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সেই বৈঠকটি আগামী ৯ জুলাইয়ের আগে হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির জানাজা ও দাফন অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে বৈঠকের দিনক্ষণ জানানো হবে বলে জানিয়েছেন তারা। মি. খামেনি গত ফেব্রুয়ারিতে যুদ্ধের একেবারে শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলে হামলায় নিহত হন। কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে এতদিনেও তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেনি তেহরান। স্থায়ীভাবে যুদ্ধ শেষ করতে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের একটি সমঝোতা হয়েছে। ফলে আগামী সপ্তাহেই আলী খামেনির দাফনকাজ শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইরান সরকার। এ লক্ষ্য সপ্তাহব্যাপী শোক কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। সেগুলো পালনের পর আগামী ৯ জুলাই আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিকে আনুষ্ঠানিকভাবে দাফন করার কথা রয়েছে।

'ইতিবাচক অগ্রগতি'

আলোচনা করার জন্য ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার এবং বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ দোহায় গেলেও ইরানি কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাদের সরাসরি কোনো বৈঠক হয়নি। ফলে দুইপক্ষের মধ্যে আলোচনা যা হওয়ার, সেটা হয়েছে মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে। পরোক্ষ ওই আলোচনার বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে দেওয়া একটি পোস্টে কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, যুদ্ধ বন্ধে গত মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যে-সব বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে, দোহা বৈঠকে সেগুলো নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সেখানে হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ, ইরানের অবরুদ্ধ সম্পদ ছাড় ও পরমাণু কর্মসূচির মতো কিছু বিষয় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। দুইদিন ধরে চলা আলোচনায় বিষয়টি নিয়ে চূড়ান্ত সমাধানে পৌঁছানো না গেলেও 'ইতিবাচক অগ্রগতি' হয়েছে বলে জানিয়েছেন কাতারের কর্মকর্তারা। এর আগে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও একই কথা জানিয়েছিলেন। দোহায় দুইপক্ষের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছে, সেটার বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। হরমুজ প্রণালির পাশাপাশি ইরানের পরমাণু কর্মসূচি বন্ধ করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট। "ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত করার কাজ ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে খুব ভালো আলোচনা হয়েছে। এখন দেখা যাক কী হয়,„ সাংবাদিকদের বলেন ট্রাম্প। কাতার ও পাকিস্তানের মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের প্রতিনিধিরা আলাদাভাবে বৈঠক করেছেন বলে জানিয়েছে দোহা। তবে সেখানে দুইপক্ষের মধ্যকার মতবিরোধ দূর হয়েছে কি-না, সে বিষয়ে কিছু জানায়নি ইরান। দুই সপ্তাহেরও কম সময় আগে পাকিস্তান ও কাতারের মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে (এমওইউ) লেবাননসহ সকল রণাঙ্গনে সামরিক অভিযান বন্ধ করতে এবং অবিলম্বে হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান।

পাকিস্তানি ও কাতারি মধ্যস্থতাকারীরা জানিয়েছেন, এক সপ্তাহ আগে সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত প্রথম দফার আলোচনায় উৎসাহব্যঞ্জক অগ্রগতি হয়েছে, যেখানে মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং ইরানের সংসদের স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ অংশ নেন। সেখানে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি, দেশটির ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এবং একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতি অন্তর্ভুক্ত করে একটি চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে নিজেদের কমপক্ষে ৬০ দিন সময়ও দিতে সম্মত হন দুইদেশের কর্মকর্তারা। হরমুজ প্রণালি দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে একটি যোগাযোগ লাইনও স্থাপন করা হয়। কিন্তু তাতেও দুইপক্ষের মধ্যে সংঘাত থামেনি। গত বৃহস্পতিবার হরমুজ প্রণালিতে একটি পণ্যবাহী জাহাজে হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে পুনরায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। হামলার সূত্রপাত হয় প্রণালিটির দক্ষিণ দিকে ওমানের জলসীমায় অভ্যন্তরীণ ও বহির্গামী উভয় ধরনের নৌচলাচলের জন্য উন্মুক্ত করার প্রচেষ্টার জেরে। পরে মধ্যস্থাকারীরা জানান যে, দুইপক্ষ শান্তি আলোচনায় বসতে সম্মত হয়েছে। এরপর গত মঙ্গলবার দোহায় দেশ দুটির প্রতিনিধিরা বৈঠকে বসেন। দোহায় অনুষ্ঠিত আলোচনায় দ্রুত সময়ের মধ্যে দুইপক্ষের পর্যবেক্ষণকারী দলের মধ্যে যোগাযোগ চ্যানেল স্থাপন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইরানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজেম গরিবাবাদি। সেইসঙ্গে, যুদ্ধ অবসানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সম্প্রতি যে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে, তা কে কতটুকু লংঘন করেছে, সেটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। নথিভুক্ত করার পর বিষয়গুলো নিয়ে পরবর্তী বৈঠকে দুইপক্ষের মধ্যে আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে চূড়ান্ত চুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে তেহরান। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৭.২০২৬ নারগীস)

ভোক্তাপর্যায়ে সিলিন্ডার গ্যাসের দাম কমলো

ভোক্তাপর্যায়ে এলপি গ্যাসের নতুন দাম নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বা বিইআরসি। যেখানে প্রতি ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ১ হাজার ৮৮৫ টাকা থেকে ৩৫৭ টাকা কমিয়ে ১ হাজার ৫২৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এলপিজির নতুন দাম ঘোষণা করে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বা বিইআরসি। নতুন এই দাম বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকেই কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া অটোগ্যাসের দাম ৮৬ টাকা ৯৩ পয়সা থেকে কমিয়ে ৭০ টাকা ৪০ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে। গত ২ জুন ১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ১ হাজার ৯৪০ টাকা থেকে কমিয়ে ১ হাজার ৮৮৫ টাকা নির্ধারণ করেছিল বিইআরসি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৭.২০২৬ নারগীস)

খামেনির জানাজায় অংশ নিতে ঢাকা ছাড়লেন স্পিকার

ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির জানাজায় যোগ দিতে তেহরানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা থেকে রওয়ানা হন তিনি। জানাজায় অংশগ্রহণ শেষে আগামী ৪ জুলাই স্পিকারের দেশে ফেরার কথা রয়েছে। আয়াতুল্লাহ খামেনি গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলে হামলায় নিহত হন। কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে এতদিনেও তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে পারেনি তেহরান। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৭.২০২৬ নারগীস)

নিষেধাজ্ঞা থাকা উচিত, যেন শিক্ষকরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে না যান: শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষকদের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ বন্ধে একটি `রেগুলেশন, বা আইনি নিষেধাজ্ঞা থাকা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ মন্তব্য করেন তিনি। শিক্ষকদের নির্বাচনমুখী হওয়া প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে চার হাজারের বেশি চেয়ারম্যান পদ এবং ৪৯৩টি উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বিপুলসংখ্যক শিক্ষক অংশ নেন। ''শিক্ষকরা শিক্ষকতা পেশায় থাকবেন, আর নির্বাচনে গেলে তারা রাজনীতির পেশায় যাবেন- দুটি একসঙ্গে চললে এতে শ্রেণিকক্ষের শিক্ষা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়,„ বলেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, সাংবিধানিকভাবে যেকেউ নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন। কিন্তু ''নির্বাচন কমিশনের এমন একটি রেগুলেশন বা নিষেধাজ্ঞা থাকা উচিত, যেন শিক্ষকরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে না যান, যেতে হলে তারা যেন চাকরি ছেড়ে দিয়ে যান।„ (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

মানবাধিকার কমিশনে সরকারি নিয়ন্ত্রণের সুযোগ রাখা হয়েছে: টিআইবি

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হওয়ার কথা থাকলেও, নতুন খসড়া প্রস্তাবনায় আবারও সরকারি নিয়ন্ত্রণের সুযোগ রাখা হয়েছে বলে মনে করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে টিআইবি কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় এই মন্তব্য করেন সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেন, মানবাধিকার কমিশন নিয়ে ২০২৫ সালের অধ্যাদেশে যা বলা হয়েছিল, তার অনেক কিছুই আইনের খসড়ায় পরিবর্তন করা হয়েছে। ''এই আইনে সুস্পষ্টভাবে এটি উল্লেখ থাকা উচিত যে, এই কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা হবে এবং সরকারের কোনো বিভাগের বা মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্বাধীন থাকবে না। কিন্তু সরকারের এক বা একাধিক মন্ত্রণালয়ের অধীনে রাখার কথাই বলা হয়েছে,„ বলেন মি. ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেন, বর্তমানে যে খসড়া হয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে কমিশন গঠন করা হলে অতীতে যে-সব কারণে বাংলাদেশের মানবাধিকার কমিশন আন্তর্জাতিক মানদণ্ড পায়নি, সেসব শর্তাবলি পূরণ করতে আবারও ব্যর্থ হবে। খসড়া আইনে বেশ কিছু সংশোধনীর প্রস্তাবও তুলে ধরেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক। অবশ্য কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা হিসেবে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং সাজাপ্রাপ্ত কেউ কমিশনার হিসেবে যুক্ত হতে পারবেন না- এই ধরনের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হওয়া ইতিবাচক বলেও জানান তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৭.২০২৬ নারগীস)

রহস্যময় 'সুবোধ' এবার ভারতে, 'হবেকি?'র নতুন গ্রাফিতি

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন প্রান্তে, দেয়ালে দেয়ালে রহস্যময় শিল্পীর আঁকা 'হবেকি?' সিরিজের সর্বশেষ গ্রাফিতি দেখা গেছে ভারতের সিকিমে। জুন মাসের শেষ দিনটিতে সিকিমের গ্যাংটক-রংপো রোডের মাঝিতার নালা ব্রিজের একটি দেয়ালে আঁকা হয়েছে সেটি। কনক্রিটের দেয়ালে স্প্রে পেইন্ট এবং স্টেনসিল দিয়ে আঁকা গ্রাফিতিটি দৈর্ঘ্যে প্রায় কুড়ি ফুট, আর চিত্রকর্মের শেষ প্রান্তে শিল্পীর সিগনেচার ট্যাগ 'হবেকি?' রয়েছে। গ্রাফিতিতে দেখা যাচ্ছে, এলোমেলো দীর্ঘ চুলে, জুতা পায়ে একটি হ্যামক বা ঝুলন্ত বিছানায় শুয়ে আছেন সুবোধ। হ্যামকটির উভয় প্রান্তই কাঁটাতারের সাথে বেঁধে ঝুলানো। সুবোধের ডান হাতে একটি ওয়্যার কাটার বা কাটাতার কাটার যন্ত্র ধরে রাখা আছে, অন্য হাতটি হ্যামকের বাইরে ঝুলছে। সুবোধের ঠিক নিচ বরাবর একটা বালতি রাখা। গ্যাংটক-রংপো রোডের মাঝিতার নালা ব্রিজ এলাকার বাসিন্দারা বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, গত কয়েকদিন ধরে তারা ওই দেয়ালে গ্রাফিতিটি দেখতে পাচ্ছেন। এই গ্রাফিতি এমন এক সময়ে আঁকা হয়েছে, যখন অনুপ্রবেশের অভিযোগে ভারত থেকে কথিত বাংলাদেশিদের জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো নিয়ে দুই দেশের সীমান্তে উত্তেজনা চলছে। এর মাত্র দুইদিন আগে প্রায় দুই বছর বন্ধ থাকার পর বাংলাদেশি পর্যটকদের জন্য পর্যটক ভিসা চালুর ঘোষণা দিয়েছে ভারত। 'হবেকি?'র রহস্যময় নাম-না-জানা শিল্পীর কাজের ডকুমেন্টেশনের কাজ করে আর্টকন নামের একটি প্রতিষ্ঠান। আর্টকনের প্রতিষ্ঠাতা এআরকে রিপন বিবিসিকে জানিয়েছেন, সিকিমের গ্রাফিতির পেছনে ভাবনা এবং স্থান নির্বাচনে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক, কাটাতার, কাটতার কেটে ফেলার যন্ত্র এবং তিস্তা নদীর পানি- এসব বিষয়ের সংযোগ রয়েছে। মি. রিপন বলেছেন, ''রংপো শহরটি মূলত সিকিমের প্রবেশদ্বার হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত। গ্যাংটকের দিকে যাওয়ার পথে সিকিমে প্রবেশের অন্যতম প্রধান পয়েন্ট এটি, যেখানে যাতায়াত, আগমন, নথিপত্র এবং অনুমতি ইতোমধ্যেই দৈনন্দিন জীবনের অংশ। এই ভৌগোলিক অবস্থান গ্রাফিতিটিকে কেবল একটি ছবির চেয়েও বেশিকিছুতে রূপান্তর করেছে। এটি হয়ে উঠেছে একটি সীমান্ত ঘটনা।„

সুবোধের বার্তা...প্রতিবাদ বা সারকাজম

বাংলাদেশে গত প্রায় এক দশক ধরে 'হবেকি?' ট্যাগ জুড়ে দিয়ে রহস্যময় শিল্পীর আঁকা সুবোধ সিরিজের গ্রাফিতিগুলো প্রায় সব সময়ই কোনো না কোনো বার্তা দিয়েছে। প্রধান বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হচ্ছে স্টেনসিল মানে টিনের পাতে বস্তুর আকৃতি দিয়ে কালি ব্যবহার করে গ্রাফিতি আঁকেন এবং প্রতিটি চিত্রকর্মেই কোনো একটি বার্তা থাকে। 'হবেকি?'র শিল্পীর নাম জানা যায়নি, তাকে কখনও প্রকাশ্যে দেখা যায়নি- দেয়ালে আঁকা চিত্রকর্মগুলোর মালিকানা দাবি করতেও

দেখা যায়নি কাউকে। এই সিরিজের জন্ম ঠিক কবে বা কোন তারিখে জানা যায়নি। তবে, ২০১৭ সালের দিকেই সুবোধ সিরিজের গ্রাফিতিগুলো মানুষের নজরে ও আলোচনায় আসে। ওই সময়ে সরকারের আইন-শৃঙ্খলাবাহিনীও শিল্পীর নামপরিচয় জানার চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা যায়। সুবোধ সিরিজের আলোচিত গ্রাফিতির মধ্যে রয়েছে- 'সুবোধ তুই পালিয়ে যা, এখন সময় পক্ষে না'- ঢাকার আগারগাঁওয়ের রাস্তায় আঁকা এ গ্রাফিতিতে দেখা গিয়েছিল হলুদ রঙয়ের সূর্য খাঁচায় বন্দি করে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌঁড়াচ্ছেন এক যুবক। 'সুবোধ তুই পালিয়ে যা, তোর ভাগ্যে কিছু নেই'- এই গ্রাফিতিতে খাঁচাবন্দি হলুদ সূর্য নিয়ে কপালে হাত রেখে বসে পড়েছে সুবোধ। 'সুবোধ, কবে হবে ভোর?'- এই গ্রাফিতিতে দেখা যায়, এক বাচ্চা মেয়ে সুবোধকে প্রশ্ন করছে। 'সুবোধ তুই পালিয়ে যা, এখন সময় পক্ষে না, মানুষ ভালবাসতে ভুলে গেছে!'- এই গ্রাফিতিতে দেখা যায়, খাঁচাবন্দি সূর্য নিয়ে কোথাও চলেছে সুবোধ, যেতে যেতে পেছনে মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে। 'সুবোধ এখন জেলে! পাপবোধ নিশ্চিন্তে করছে বাস মানুষের হৃদয়ে'- গ্রাফিতিতে দেখা যায়, জেলের গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন সুবোধ। 'সুবোধ তুই পালিয়ে যা, ভুলেও ফিরে আসিস না!'- এই গ্রাফিতিতে খাঁচাবন্দি সূর্যটাকে তুলে ওঠানোর ভঙ্গিতে দেখা যায় সুবোধকে। 'সুবোধ তুই ঘুরে দাঁড়া'- এই গ্রাফিতিতে দেখা যায় খাঁচায় লাল সূর্য নিয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে সুবোধ। 'দিস ইজ মাই মাস্টারপিস' বাংলাদেশে ২০২৪ সালে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সরকার পতনের পর ঢাকার দেয়ালে করা এই গ্রাফিতিতে দেখা যায়, বাংলাদেশের পতাকা আঁকা একটি চিত্রকর্ম বুকে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন একজন তরুণী। সবশেষ ঢাকার আগারগাঁও-মহাখালি লিংক রোডে বিমানবাহিনীর দেয়ালে যে গ্রাফিতিটি আঁকা হয়েছিল, তাতে সুবোধকে দেখা যায়, হাঁটু মুড়ে এক শিশুকে আলিঙ্গন করে আছেন তিনি। শিশুটির মাথায় সৈনিকের হেলমেট, হাতে বাংলাদেশের একটি ছোট্ট পতাকা। সুবোধের কোমড়ে বাঁধা বেল্টের পেছনে ঝুলছে পেইন্ট স্প্রে ক্যান আর একটা পেইন্ট ব্রাশ।

চলতি বছরের মার্চে চট্টগ্রামের সিআরবি হিলের আঁকা গ্রাফিতিতে দেখা যায়, একটি গাধার পিঠে ভাস্কর্য সদৃশ একজন মানুষ বসে আছেন- দেয়ালে সিগনেচার ট্যাগ 'হবেকি?' রয়েছে। হবেকি?'র গ্রাফিতিগুলো ২০১৭ সালেই ব্যাপকভাবে নজর কাড়ে। ঢাকার আগারগাঁও, মহাখালী ও পুরাতন বিমানবন্দরের দেয়ালেই সুবোধ গ্রাফিতি দেখা গিয়েছে বেশি। সুবোধ সিরিজ বাংলাদেশে বেশ জনপ্রিয় একটি সিরিজ। হবেকি?'র অনুপ্রেরণায় ছবি ও গ্রাফিতি আঁকেন বাংলাদেশ ও ভারতের অনেক শিল্পী। বাংলাদেশের গানের দল ইনদালো 'হবেকি?'কে নিয়ে গান লিখেছে। 'হবে কি গ্রাফিতি ফ্যানস' নামে ফেসবুকের একটি পেজ থেকে জানা যাচ্ছে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মতপ্রকাশের অধিকারের পক্ষে এবং ধর্মান্ধতা, শিশু নিপীড়ন, ধর্ষণ- এমন নানা সামাজিক ইস্যু নিয়েই হয় সুবোধ সিরিজের গ্রাফিতি। হবেকি'র কাজের সাথে অনেকেই যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত স্ট্রিট পেইন্টার ব্যাঙ্কসির কাজের সাদৃশ্য খুঁজে পান। ব্যাঙ্কসি স্টেনসিল ব্যবহার করে গ্রাফিতি আঁকেন, এবং ব্যাঙ্কসি নামটিও ছদ্মনাম। তার আসল নাম জানা যায়নি, ঠিক যেমন জানা যায়নি হবেকি'র শিল্পীর নামও। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৭.২০২৬ নারগীস)

হামের উপসর্গ নিয়ে দেশে আরও পাঁচ জনের মৃত্যু

বাংলাদেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এ নিয়ে চলতি বছরের ১৫ মার্চ থেকে ২ জুলাই সকাল ৮টা পর্যন্ত হাম ও এই রোগের উপসর্গ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭২৪ জনে। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পহেলা জুলাই সকাল ৮টা থেকে ২ জুলাই সকাল ৮টা পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে পাঁচজনের মৃত্যু হয়, যার মধ্যে রাজধানী ঢাকাতেই মারা যায় তিনজন। এছাড়া এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়ে ১ হাজার ১১৯ জন দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৭.২০২৬ নারগীস)

বাংলাদেশকে তিস্তা প্রকল্পে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে চীন

তিস্তা প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে কারিগরিসহ সব ধরনের সহায়তা চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। বৃহস্পতিবার ঢাকার চীন দূতাবাসে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে এ নিয়ে কথা বলেন তিনি। রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। ইয়াও ওয়েন বলেন, "তিস্তা মহাপরিকল্পনা নিয়ে চীন তার আগের অবস্থানেই রয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সব ধরনের কারিগরিসহ অন্যান্য সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বেইজিং।„ এছাড়া বাংলাদেশ-মিয়ানমার-চীন করিডোর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০২.০৭.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

ঢাকা হামলার ১০ বছর পূর্তিতে কর্মী সুরক্ষার দাবি জানাল পরিবার

বুধবার বাংলাদেশে এক ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার ১০ বছর পূর্তি হলো, যে হামলায় সাহায্য প্রকল্পে কর্মরত সাতজন জাপানি নাগরিকসহ ২২ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন। ২০১৬ সালে সশস্ত্র ইসলামি চরমপন্থীরা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার একটি রেস্তোরাঁয় হামলা চালায়। নিহত জাপানিরা কাজ করছিলেন জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা বা জাইকা-র নেতৃত্বাধীন প্রকল্পে। ওকামুরা মাকোতো ছিলেন তাদের একজন। ওকামুরার বাবা, ওকামুরা কোমাকিচি, ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সেজন্য আরও কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি এনএইচকে-কে বলেন যে, সেই সময়ে বিশ্বজুড়ে বহু সন্ত্রাসী হামলা হয়েছিল, কিন্তু নিরাপত্তা ব্যবস্থা যে অপর্যাপ্ত ছিল, তা স্পষ্ট। তিনি বলেন, জাপান সরকার তাদের প্রতিপক্ষের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করবে এবং বিদেশে প্রেরিত ব্যক্তিদের জন্য যথাযথ নিরাপত্তার অনুরোধ জানাবে বলে তিনি আশা করেন। বাংলাদেশ বিষয়ক একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সাহায্য কার্যক্রম বন্ধ করা যাবে না, তবে সেগুলো করতে হবে সতর্ক ঝুঁকি মূল্যায়নের ভিত্তিতে। রিক্কিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক কুসাকাবে নাওনোরি বলেন, সরকার, কোম্পানি, বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, তাদের উচিত আগাম সতর্কতা সংকেত সম্পর্কিত তথ্য আদান-প্রদান করা এবং সুস্পষ্ট নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা। কুসাকাবে আরও বলেন, ”আমাদের লক্ষ্য স্থানীয় সমাজকে এড়িয়ে যাওয়া নয়। আমাদের লক্ষ্য হলো স্থানীয় মানুষের সঙ্গে আরও নিরাপদ ও অবগত উপায়ে কাজ করা।” হামলার পর জাইকা তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। সংস্থাটি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে বুলেটপ্রুফ যানবাহন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা কর্মী মোতায়েন করেছে। এছাড়া, কর্মীদের নিরাপত্তা দ্রুত নিশ্চিত করার জন্য একটি ব্যবস্থাও চালু করেছে তারা। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ০২.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

রেডিও তেহরান

তিস্তা প্রকল্প বাংলাদেশ যত দ্রুত চাইবে, চীন তত দ্রুত এগোবে: চীনা রাষ্ট্রদূত

ঢাকায় নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন জানিয়েছেন, তিস্তা নদী প্রকল্পটি বাংলাদেশের নিজস্ব প্রকল্প। তিস্তা প্রকল্প বাংলাদেশ যত দ্রুত চাইবে, চীন তত দ্রুতই এগোবে। আজ (বৃহস্পতিবার) চীনা দূতাবাসে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাম্প্রতিক চীন সফর নিয়ে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে ঢাকার চীনা দূতাবাস। তিস্তা প্রকল্প বাস্তবায়নে ভারতের উদ্বেগ থাকতে পারে, এমন প্রশ্নের উত্তরে চীনা রাষ্ট্রদূত বলেন, ”তিস্তা নদী প্রকল্পটি বাংলাদেশের নিজস্ব প্রকল্প। এটি আপনাদেরই প্রকল্প। এখানে চীনের সহযোগিতা বা এন্টারপ্রাইজের বিষয়টি বাংলাদেশ পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বা লাভজনক হিসেবেই বিবেচনা করবে। এটি মূলত মানুষের জীবনমান উন্নয়নের একটি সহযোগিতা, যার সঙ্গে এই নদীর অববাহিকায় বসবাসকারী ১০ লাখেরও বেশি মানুষের জীবন-জীবিকা জড়িয়ে আছে। মূলত এই উদ্দেশ্যেই চীন সহায়তা দিতে আগ্রহী; কারণ এটি বাংলাদেশের মানুষের, বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের মানুষের একটি বড়ো প্রয়োজন।„ ইয়াও ওয়েন বলেন, তিস্তা ইস্যুতে চীনের সমর্থন অব্যাহত থাকবে। এ ছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) উন্নয়ন সহায়তায় চীনের সহযোগিতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি বলেন, ”আমাদের কেন একটি নিখুঁত ও কার্যকর সম্ভাব্যতা যাচাই প্রয়োজন? আপনারা জানেন, নদীর অববাহিকায় বেশ কিছু জটিল পরিস্থিতি রয়েছে। তাই এই প্রকল্প শুরু করার আগে আমাদের এই সম্ভাব্যতা যাচাই করা প্রয়োজন। আমাদের দিক থেকে এটাই হলো মূল উদ্দেশ্য। আপনি অন্যান্য যে-সব উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো আমাদের বিবেচনায় নেই। বাংলাদেশ যত দ্রুত চাইবে, চীন তত দ্রুতই এগোবে। এটাই আমাদের অবস্থান।„ তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফর অত্যন্ত সফল। এ সফরে দুই দেশের কৌশলগত পর্যায়ে সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে। এই সফরের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে আস্থার এক নতুন স্তর তৈরি হয়েছে। গত ২২ জুন থেকে ২৬ জুন চীন সফর করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তার মালয়েশিয়া ও চীন সফরকে 'অভূতপূর্ব সাফল্য' হিসেবে উল্লেখ করে আনা একটি ধন্যবাদ প্রস্তাব শনিবার বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়েছে।

(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০২.০৭.২০২৬ নারগীস)

শহিদ খামেনেয়ীর জানাজায় অংশ নিতে ইরানের পথে স্পিকার ও ১১ দলীয় প্রতিনিধিদল

ইরানের শহিদ সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর জানাজায় অংশ নিতে দেশটির উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেছেন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ এবং জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলীয় ঐক্যের ছয় সদস্যের প্রতিনিধিদল। স্পিকার আজ (বৃহস্পতিবার) সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ইরানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সেখানে তিনি আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেয়ীর জানাজায় অংশ নেবেন এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। ৪ জুলাই স্পিকারের দেশে ফেরার কথা রয়েছে। জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

এদিকে, ইরান সরকারের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান এমপির নেতৃত্বে দেশটিতে সফরে যাওয়া প্রতিনিধিদলে রয়েছেন- মো. নুরুল আমীন এমপি, ড. মো. কেরামত আলী এমপি ও ডা. এস এম খালিদুজ্জামান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের এমপি সাইদউদ্দিন আহমাদ হানজালা এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। ১১ দলের প্রতিনিধিদলটি ইরান সরকার ও দেশটির জনগণের প্রতি গভীর শোক, সমবেদনা ও সংহতি প্রকাশের উদ্দেশ্যে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা শহিদ আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেয়ীর জানাজা ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে জানানো হয়, ইরান সফরকালে সরকারি কর্মসূচি অনুযায়ী প্রতিনিধিদল দেশটির শীর্ষ নেতৃত্ব এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবে। এই সফর বাংলাদেশ ও ইরানের জনগণের মধ্যকার দীর্ঘদিনের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরো সুদৃঢ় হবে বলে আশা করেছন সংশ্লিষ্টরা।
(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০২.০৭.২০২৬ নারগীস)

ডয়চে ভেলে

পাকিস্তানে গুরুদ্বার ভাঙা নিয়ে ভারতের কড়া প্রতিক্রিয়া

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর সিং জয়সওয়াল লিখিত বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ''পাকিস্তানের ফারুকাবাদে ১২৫ বছরের ঐতিহাসিক গুরুদ্বার শ্রী গুরু সিং সভার ভেঙে দেওয়ার খবর দেখে আমরা গভীরভাবে বিচলিত। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। এই গুরুদ্বার ভেঙে দেওয়া এবং স্থানীয় প্রশাসনের কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার বিষয়টি খুবই উদ্বেগজনক।'' পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানিয়েছেন, ''এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আগেও আমরা এই ধরনের ঘটনা দেখেছি। পাকিস্তানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও তাদের ধর্মস্থানের উপর আক্রমণ অব্যাহত আছে। আমরা পাকিস্তান সরকারকে দ্রুত তদন্ত শেষ করে দোষীদের শাস্তি দেওয়ার আবেদন জানাচ্ছি। গুরুদ্বারের যে অংশ ভাঙা হয়েছে, তা আবার নির্মাণ করার অনুরোধও করছি। সেইসঙ্গে সরকার যাতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বজায় রাখে সে কথাও বলছি। এই ধরনের ঘটনা যাতে না হয়, সরকার তা নিশ্চিত করুক।''
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০২.০৭.২০২৬ রনি)

কেন বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যাক পড়ুয়া পরীক্ষা দিচ্ছেন না?

এবার উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় (এইচএসসি ও সমমান) নিয়মিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩৬ শতাংশই অংশ নিচ্ছেন না। প্রতিবছর এসএসসি ও এইচএসসির মতো পাবলিক পরীক্ষায় অনেক শিক্ষার্থী নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) করেও শেষ পর্যন্ত পরীক্ষায় অংশ নেন না। তবে এ বছর পরীক্ষায় অংশ না নেওয়ার এই হার অস্বাভাবিক বেশি বলে মনে করছেন শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। বৃহস্পতিবার শুরু হচ্ছে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডগুলোর তথ্য অনুযায়ী, ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দুই বছর আগে (২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ) এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাস করে একাদশ শ্রেণিতে নিবন্ধন করেছিল প্রায় ১৫ লাখ শিক্ষার্থী। তাঁদের মধ্যে এবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ করেছেন প্রায় সাড়ে ৯ লাখ শিক্ষার্থী। অর্থাৎ নিয়মিত শিক্ষার্থীদের প্রায় সাড়ে ৫ লাখ পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন না। গত বছর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় নিয়মিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরীক্ষা না দেওয়ার হার ছিল ২৯ শতাংশের কিছু বেশি। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে হারটি প্রায় ৭ শতাংশ পয়েন্ট বেড়েছে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চিত্র আরও উদ্বেগজনক। এ বছর এই বোর্ডে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫৪ শতাংশের বেশি পরীক্ষার জন্য ফরমই পূরণ করেননি। মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে কেন এত বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী ঝরে গেলেন বা পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন না, তার সুনির্দিষ্ট কারণ জানাতে পারেনি শিক্ষা বিভাগ। অবশ্য গত বছরের এসএসসি পরীক্ষায় অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের নিয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের করা একটি বিশ্লেষণে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। ওই বছর ঢাকা বোর্ডের অধীনে ৬ হাজারের বেশি পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল। তাদের মধ্যে ১ হাজার ৩৫০ জনের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রায় ৪১ শতাংশের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ বাল্যবিবাহই ছিল অনুপস্থিতির প্রধান কারণ। এ ছাড়া পরীক্ষার প্রস্তুতির অভাব ও দারিদ্র্যও উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে উঠে আসে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০২.০৭.২০২৬ রনি)

হোলি আর্টিজানে নিহত ৭ জাপানি নাগরিককে স্মরণ

আজ বৃহস্পতিবার সকালে ২০১৬ সালের ১ জুলাই ঢাকার গুলশানের হোলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারানো সাত জাপানি নাগরিকের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়।২০১৬ সালের ১ জুলাই ঢাকার গুলশানের হোলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গি হামলার ঘটনায় পাঁচ জঙ্গিসহ ২৯ জন নিহত হয়। সেই হামলার ১০ বছর পূর্তিতে মেট্রোরেলের উত্তরা ডিপোর মেট্রোরেল এক্সিবিশন অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টার (এমইআইসি)-তে আয়োজিত এ স্মরণসভায় জাপানের বৈদেশিক সম্পর্কবিষয়ক সংসদীয় উপমন্ত্রী শিমাদা তোমাকি বলেন, তার দেশ সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রমসহ নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদারে বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভবিষ্যতেও কাজ

চালিয়ে যাবে। অনলাইনে সম্প্রচার করা অনুষ্ঠানের শুরুতে নিহত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে নিহত ব্যক্তিদের নামফলকের সামনে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে শিমাদা তোমাকি বলেন, ``এই নৃশংস ও অন্যায় সন্ত্রাসী হামলার সব ভুক্তভোগীর কথা আমরা স্মরণ করছি। এমন ট্র্যাজেডি যেন আর কখনোই না ঘটে। এ লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে একযোগে সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রম ও নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদারে জাপান কাজ চালিয়ে যাবে।''নিহত সাত জাপানি নাগরিক তখনকার ঢাকা মাস র্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের প্রিপারেটরি স্টাডি দলের সদস্য ছিলেন। মেট্রোরেল প্রকল্প বাস্তবায়নে তারা ভূমিকা রেখেছিলেন। প্রতিবছরের মতো এবারও জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা) তাদের এই সাত সহকর্মীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে স্মরণসভার আয়োজন করে। শিমাদা তোমাকি বলেন, নিহত ব্যক্তিদের স্বপ্ন ও পরিশ্রমেরই বাস্তব প্রতিফলন আজকের ঢাকা মেট্রোরেল। এই মেট্রোরেল এখন নগরবাসীর দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মেট্রোরেল শুধু বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ করেনি, এটি জাপান-বাংলাদেশ বন্ধুত্বেরও প্রতীক হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে এমআরটি লাইন-১ ও ৫ প্রকল্পও এগিয়ে চলছে, যা নিহত সাত জাপানি বিশেষজ্ঞের প্রাথমিক পরিকল্পনা ও জরিপের ওপর ভিত্তি করেই বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাংলাদেশের পাশে থাকবে জাইকা

স্মরণসভায় জাইকার প্রেসিডেন্ট তানাকা আকিহিকো বলেন, ২০১৬ সালের ১ জুলাই হোলি আর্টিজান বেকারিতে হামলায় নিহত সাত জাপানি নাগরিকের স্মৃতি এখনো তার সংস্থার কর্মকাণ্ডে গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশের উন্নয়নে কাজ করতে গিয়ে প্রাণ হারানো এসব মানুষের অবদান শুধু জাইকাই নয়, দুই দেশের সম্পর্কের ইতিহাসে স্থায়ীভাবে স্মরণীয় হয়েজাইকা প্রেসিডেন্ট বলেন, সেই ট্র্যাজেডির পরও ঢাকা মেট্রোরেল প্রকল্প থেমে থাকেনি, বরং এটি এখন রাজধানীর মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের পরিবর্তনের এই যাত্রায় জাইকা ভবিষ্যতেও পাশে থাকবে। নিহত ব্যক্তিদের স্বপ্ন ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মো. শাওগাতুল আলম তাঁর বক্তব্যে নিহত সাত জাপানি নাগরিকের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তাদের ত্যাগের বিনিময়ে মেট্রোরেল কাঠামো পেয়েছে বলে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পূর্ব এশিয়া ও প্যাসিফিক অনুবিভাগের মহাপরিচালক মোহাম্মদ নূরে-আলম বলেন, হোলি আর্টিজানে হামলায় নিহত জাপানি প্রকৌশলীরা বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রার অংশীদার ছিলেন। তাদের আত্মত্যাগের ঋণ ও অবদান বাংলাদেশের মানুষ কখনো ভুলবে না। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজঃ ০২.০৭.২০২৬ রনি)

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরিঃ ৯৬ বারের মতো পেছালো তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ আবারও পিছিয়েছে। এ নিয়ে ৯৬তম বারের মতো বাড়ানো হলো প্রতিবেদন দাখিলের সময়। আজ বৃহস্পতিবার মামলাটির তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য ছিল। তবে মামলার তদন্তকারী সংস্থা পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) প্রতিবেদন আদালতে জমা দিতে পারেনি। এ কারণে ঢাকার অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম জশিতা ইসলামের আদালত আগামী ৯ আগস্ট প্রতিবেদন দাখিলের নতুন তারিখ নির্ধারণ করেছেন। ২০১৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে থাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে সাইবার হামলার মাধ্যমে ৮ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার চুরি হয়। তদন্ত–সংশ্লিষ্টদের ধারণা, দেশের ভেতরের একটি চক্রের সহায়তায় ওই অর্থ পাচার করা হয়েছিল।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজঃ ০২.০৭.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আহ্বান বাংলাদেশের

সন্ত্রাসবাদের ক্রমবর্ধমান ও পরিবর্তিত হুমকি মোকাবিলায় আরও জোরালো আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ। এছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, এনক্রিপটেড যোগাযোগব্যবস্থা, ভার্চুয়াল অ্যাসেট ও অন্যান্য ডিজিটাল প্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো তাদের কার্যক্রম বিস্তৃত করছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে দেশটি। বুধবার (১ জুলাই) নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী এ উদ্বেগ প্রকাশ করেন। জাতিসংঘের বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদবিরোধী কৌশল বিষয়ক বিতর্কে বক্তব্য প্রদানকালে সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস উগ্রবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের `শূন্য সহনশীলতা, নীতির পুনর্ব্যক্ত করেন রাষ্ট্রদূত। সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী বলেন, সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন মোকাবিলায় বাংলাদেশের একটি শক্তিশালী আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো রয়েছে। একই সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা ও আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় নেওয়া সব পদক্ষেপ অবশ্যই আইনের শাসন ও মানবাধিকারের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধার

ভিত্তিতে পরিচালিত হতে হবে। তিনি সন্ত্রাসবাদের মূল কারণ মোকাবিলা, ইসলামবিদ্বেষ ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রতিরোধ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আরও জোরদারের আহ্বান জানান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

বাংলাদেশি প্রকৌশলীদের তৈরি ভূমি মন্ত্রণালয়ের সফটওয়্যার

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল সেবা ও সফটওয়্যার সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তি এবং বাংলাদেশি প্রকৌশলীদের মেধায় তৈরি বলে জানিয়েছেন ভূমি ও পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন। তিনি বলেন, অল্প ব্যয়ে তৈরি একটি গুরুত্বপূর্ণ সফটওয়্যারের উদ্ভাবকও চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) একজন শিক্ষার্থী। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) চুয়েটের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, চুয়েটে ভর্তি হওয়ার মাধ্যমে নবীন শিক্ষার্থীরা দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদের একটি বিশেষ অংশে পরিণত হয়েছেন। এই অর্জনকে অর্থবহ করতে হলে কঠোর অধ্যবসায়, গবেষণামুখী মনোভাব এবং আত্মোন্নয়নের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, কানাডা ও ফ্রান্সসহ বিভিন্ন দেশে সফরের সময় শীর্ষ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে চুয়েটের সাবেক শিক্ষার্থীদের সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে দেখেছেন। গুগল, অ্যামাজন, টেসলা, সিমেন্স ও স্যামসাংয়ের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে চুয়েটের শিক্ষার্থীরা দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন। বর্তমান শিক্ষার্থীরাও ভবিষ্যতে একইভাবে বিশ্বমঞ্চে নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দেবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল রূপান্তরের বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ, নামজারি, ই-পর্চাসহ অধিকাংশ ভূমিসেবা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দেওয়া হচ্ছে। `ভূমি অ্যাপ,-এর মাধ্যমে নাগরিকেরা ঘরে বসেই এসব সেবা পাচ্ছেন। পাশাপাশি `ভূমি দৃষ্টি, নামে জিওফেন্সিং প্রযুক্তিনির্ভর একটি অ্যাপের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ের সরকারি কর্মচারীদের উপস্থিতি ও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সাফল্য-ব্যর্থতা ও নানা চ্যালেঞ্জ আসবে। তবে কোনো অবস্থাতেই মাদকের আশ্রয় নেওয়া যাবে না। মাদক মেধা, সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে। তিনি শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস, ইতিবাচক মানসিকতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিকূলতা মোকাবিলার আহ্বান জানান। চুয়েটের ছাত্রকল্যাণ অধিদপ্তরের পরিচালক ড. মো. সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মাহমুদ আব্দুল মতিন ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন তড়িৎ ও কম্পিউটার প্রকৌশল অনুষদের ডিন ড. কাজী দেলোয়ার হোসেন, সিভিল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন ড. আসিফুল হক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদের ডিন ড. মোহাম্মদ আবু কাউছার, মেকানিক্যাল অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষদের ডিন ড. মুহাম্মদ রাশিদুল হাসান এবং রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ড. শেখ মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

ব্রাজিলের খেলা নিয়ে দ্বন্দ্বে বিএনপি নেতাকে হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার ৩

রাজধানীর আদাবরের নবোদয় হাউজিং এলাকায় ব্রাজিলের খেলা নিয়ে সৃষ্ট বিরোধের জেরে সালিশি বৈঠকে বিএনপি নেতা মো. আবুল বাসার বাদশা (৩০) হত্যার ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় আহত একই ইউনিটের সভাপতি মো. সাদ্দাম (৩৫) শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গ্রেফতাররা হলেন- শোয়েব, আরমান ও নয়ন। নিহত আবুল বাসার বাদশা নবোদয় হাউজিং ইউনিট বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) তিনজনকে গ্রেফতারের বিষয় নিশ্চিত করেছেন মোহাম্মদপুর জোনের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) জুয়েল রানা। এডিসি জুয়েল রানা বলেন, মোহাম্মদপুরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত সবাইকে আইনের আওয়াত আনতে অভিযান চলমান রয়েছে। এর আগে বুধবার (১ জুলাই) রাত সাড়ে ৮টার দিকে নবোদয় বাজার এলাকায় সালিশি বৈঠক চলাকালে বিএনপির দুই নেতাকে কোপানোর ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা আহতাবস্থায় তাদের উদ্ধার করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। তাদের মধ্যে মো. আবুল বাসার বাদশার অবস্থার অবনতি হলে হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে রাত সাড়ে ১১টার দিকে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। গত ২৯ জুন নবোদয় হাউজিং এলাকায় ব্রাজিলের ফুটবল খেলা দেখা শেষে ঢোল বাজানোকে কেন্দ্র করে স্থানীয় কয়েকজন যুবকের সঙ্গে আদাবর থানা বিএনপির সদস্য হাবিবুর রহমানের বিরোধের সৃষ্টি হয়। পরে ওই বিরোধ মীমাংসার লক্ষ্যে বুধবার রাতে নবোদয় বাজারে একটি সালিশি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, বৈঠক চলাকালে রিপন, নিরব, পারভেজ ও মাসুম নামে কয়েকজন ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালান। এতে হাবিবুর রহমানের পক্ষের সাদ্দাম ও বাদশা গুরুতর আহত হন। স্থানীয়দের দাবি, অভিযুক্তরা স্থানীয় কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

সাইবার সুরক্ষা আইনের খসড়া পর্যালোচনার দায়িত্ব পেলেন ৫ মন্ত্রী

সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬- এর খসড়া পর্যালোচনা ও চূড়ান্ত করতে মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করেছে সরকার। পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট এ মন্ত্রিসভা কমিটির আহ্বায়ক ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। কমিটি সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬-এর খসড়া পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ৪০ সদস্যের এনসিইসিসি কমিটি

৪০ সদস্য বিশিষ্ট `জাতীয় পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন কমিটি (এনসিইসিসি), গঠন করেছে সরকার। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এ কমিটিতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে এসব তথ্য জানানো হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, কমিটির সদস্য হিসেবে থাকবেন- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; অর্থ মন্ত্রণালয়; স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়; পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; ভূমি মন্ত্রণালয়; মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়; কৃষি মন্ত্রণালয়; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়; এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীরা। অন্য সদস্যের মধ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীরা রয়েছেন। এছাড়া কমিটিতে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান; পরিবেশ, বন জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি; মন্ত্রিপরিষদ সচিব; প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব; ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব; জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান; বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের আর্থসামাজিক কাঠামো বিভাগের সদস্য; গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব; শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব; বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের সদস্য; সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব; স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব; স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব; নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব; বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব; মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব; প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক; বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান; পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক; বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক; বাংলাদেশ শিল্প বণিক সমিতির সভাপতি এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়কর্তৃক মনোনীত পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক দু-জন বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। কমিটিতে সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব। কমিটির কার্যপ্রণালীর মধ্যে রয়েছে- জাতীয় পরিবেশ নীতি ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জাতীয় পরিকল্পনা/ কৌশল এবং পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা; পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জাতিসংঘ সমন্বয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়াদি পর্যালোচনা; সরকারের পরিবেশ নীতি ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা/কৌশল বাস্তবায়নে আন্তঃমন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি বিবেচনা করা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

বিনিয়োগ বাড়াতে ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করে হচ্ছে নতুন নীতিমালা

দেশে বিদেশে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে ভিসা প্রক্রিয়া আরও সহজ করার লক্ষ্যে `ভিসা নীতি-২০২৬, অনুমোদন দিয়েছে সরকার। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ নীতিমালার অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠক শেষে সচিবালয়ে তথ্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি। মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, নীতিমালাটি আরও সমৃদ্ধ ও কার্যকর করতে অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, `আগে হিসেব ছিল পারস্পরিক সব ভিত্তিতে। তোমার লোক এলে আমি এতটুকু ভিসা দেবো, এতদিন ভিসা দেবো, এ শর্ত। আমরাও তাই করতাম। ওরা যা দেবে আমরাও তাই করবো। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের কিছু জায়গায় তো দরকার বেশি। সেখানে তার একজন ব্যবসায়ী যদি আসে আমার জন্য সুবিধা। সে এ দেশে ইনভেস্ট করতে পারবে। তো এ নিরীখে এই বোধটা আমাদের হয়েছে। সেই কারণে আমরা এই সরকার চাচ্ছে যে একটা ইকোনমিক থ্রাস্ট হোক।, তিনি বলেন, `ভিসা পলিসিটা সহজ করা। তো এইটা মোটামুটি চূড়ান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু শেষে অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটা মন্ত্রিসভা কমিটি করা হয়েছে। এর ভেতরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আছে, সিকিউরিটি ইস্যুগুলো দেখবে, পর্যটন মন্ত্রণালয় রয়েছে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় রয়েছে। যাতে তাদের যদি আরো কোনো ইন্টারেস্ট থাকে যেটা এই পলিসিটাকে সমৃদ্ধ করবে, সেটুকু করে এটা চূড়ান্ত করা হবে।, নতুন নীতিমালার মাধ্যমে ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করা হচ্ছে যাতে বিদেশিরা দ্রুত আসতে পারে জানিয়ে তিনি বলেন, কারণ আমরা আমাদের দেশে তো অত পুঁজি নেই। এই পুঁজিটা যত বাইরে থেকে ইনভেস্ট হবে তত ভালো। তো অন্য জায়গার সারপ্লাসগুলো আমরা টানার চেষ্টা করছি।

নতুন নীতিমালায় ভিসার কোন ক্যাটাগরি করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে নাসিমুল গনি বলেন, `ক্যাটাগরি ৩৪ টাইপের করা হয়েছে।, পরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বিদেশিদের বাংলাদেশে আগমন ও প্রস্থান আরও সহজ ও সুশৃঙ্খল করা, বিদেশি বিনিয়োগ, ব্যবসা ও দক্ষ মানবসম্পদ আকৃষ্ট করা, পর্যটন ও আতিথেয়তা খাত উৎসাহিত করা, প্রযুক্তি ও জ্ঞান স্থানান্তর নিশ্চিত করা, জাতীয় নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখা এবং পারস্পরিকতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক ভ্রমণ ব্যবস্থাপনা জোরদার করার লক্ষ্যে ২০০৬ সালের ভিসা নীতিমালা সংশোধন করে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে। এর খসড়া পরিমার্জনের জন্য অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি মন্ত্রিসভা-কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা দেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

জাতীয় পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন কমিটির ২৬ সদস্যের নির্বাহী কমিটি গঠন

জাতীয় পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন কমিটির ২৬ সদস্যের নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রীকে সভাপতির পদ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এই তথ্য জানানো হয়। কমিটির অন্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন- কৃষিমন্ত্রী, পানিসম্পদমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী, নৌপরিবহনমন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিমন্ত্রী, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান, ভূমি সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত সচিব, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য, শিল্প সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন সচিব, বিদ্যুৎ সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব এবং বাণিজ্য সচিব। সেই সঙ্গে সদস্য হিসেবে আরও থাকছেন- পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেসের (সিইজিআইএস) নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতির সভাপতি এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় মনোনীত পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সিভিল সোসাইটির দুজন প্রতিনিধি। এ কমিটিতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ) সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। নির্বাহী কমিটির প্রধান কার্যপরিধির মধ্যে রয়েছে- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের জাতীয় পরিবেশ নীতি বাস্তবায়ন ব্যবস্থা পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ; জাতীয় পরিবেশ নীতি বাস্তবায়ন কার্যক্রমের বিশ্লেষণ ও পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সংশোধন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশ দেওয়া; পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তঃমন্ত্রণালয় সমস্যা দূর করতে প্রাথমিক পদক্ষেপ নেওয়া ও প্রয়োজনে তা জাতীয় পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন কমিটিতে উপস্থাপন; কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ এবং পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

তিস্তা প্রকল্পে চীনের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি এসেছে

তিস্তা প্রকল্পে চীন কাজ করবে বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। তিনি বলেন, চীন তাদের সামর্থ্যের মধ্যে থেকে তিস্তা প্রকল্পে বাংলাদেশকে সহায়তা অব্যাহত রাখবে। এ প্রকল্প এবং বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাপনায় কারিগরি সহযোগিতা করতে চীনের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে প্রতিশ্রুতি এসেছে। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) রাজধানীর বারিধারায় ঢাকার চীনা দূতাবাসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফর অত্যন্ত সফল উল্লেখ করে ইয়াও ওয়েন বলেন, বাংলাদেশের নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রথম চীন সফর পুরোপুরি সফল হয়েছে। এটি বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক, যা এক নতুন কৌশলগত উচ্চতায় পৌঁছেছে। এ সফরের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে আস্থার এক নতুন স্তর তৈরি হয়েছে। এই সফরে দুই দেশের কৌশলগত পর্যায়ে সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে। তিনি বলেন, চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক বর্তমানে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে। দুই দেশের নেতাদের অর্জিত ঐকমত্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী দিনে এই সম্পর্ক আরও গভীর ও ফলপ্রসূ হবে। তিস্তা প্রকল্পের বিষয়ে চীনের রাষ্ট্রদূত বলেন, তিস্তা একটি বাংলাদেশি প্রকল্প। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরে তিস্তা নদী সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার প্রকল্প (টিআরসিএমআরপি) বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কারণ, এর সঙ্গে লাখ লাখ মানুষের জীবিকা জড়িত। তিনি বলেন, টেকসই তিস্তা মহাপরিকল্পনা করতে এর বৈজ্ঞানিক সম্ভাব্যতা যাচাই প্রক্রিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চীন এর ওপর জোর দিচ্ছে। এ বিষয়ে চীন বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে আগ্রহী। অতীতে তিস্তা মহাপরিকল্পনার ফিজিবিলিটি স্টাডি নিয়ে চীনা কোম্পানির সঙ্গে সমঝোতা হলেও এবার দুই দেশের সরকারের মধ্যে সমঝোতা হয়েছে। ইয়াও ওয়েন আরও বলেন, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও উন্নয়নে দুই দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতারা একসঙ্গে আলোচনায় বসেন। সরকার ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে যৌথ স্বার্থ নিয়ে সৌহাদ্যপূর্ণ আলোচনা হয়। দুই নেতার মধ্যে (তারেক রহমান ও শি জিনপিং) টু প্লাস টু আলোচনা ও সামরিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই বৈঠকের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে বিশ্বস্ততা জোরদার হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জনগণের স্বার্থে নিজেদের মতো করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা

চীন সমর্থন করে। এ সময় ব্রিকসে বাংলাদেশের সদস্যপদ সমর্থনে চীন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলেও জানান দেশটির রাষ্ট্রদূত। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

নন-ক্যাডারে সহকারী সচিব হলেন ৩৪ কর্মকর্তা

নন-ক্যাডার সহকারী সচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছেন ৩৪ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা (এও) ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (পিও)। সরকারি কর্ম কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ পদোন্নতি দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়, এসব কর্মকর্তাকে সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) পদে পদোন্নতি দিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পদে নিয়োগ করা হলো। জাতীয় বেতন-স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী তারা নবম গ্রেডে বেতন-ভাতা পাবেন বলে প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়। নিয়মানুযায়ী পরে তাদের পদায়ন করা হবে।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

ভূমিকম্প ঝুঁকি মোকাবিলায় ডিএসসিসির বিশেষ সভা, কমিটি গঠন

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) এলাকায় জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন এবং ভূমিকম্পের ঝুঁকি মোকাবিলায় করণীয় নির্ধারণে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) নগর ভবনে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুস সালাম। সভাপতির বক্তব্যে ডিএসসিসি প্রশাসক বলেন, `নগরীকে সবুজ ও পরিবেশবান্ধব করতে আমরা বদ্ধপরিকর।, সভায় বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ডিএসসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে আহ্বায়ক করে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নবগঠিত কমিটি করপোরেশনের ১০টি অঞ্চলভিত্তিক বৃক্ষরোপণের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। সভায় জানানো হয়, পরিবেশ সুরক্ষায় ডিএসসিসি,র `জিরো সয়েল, প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে বিভিন্ন সড়ক দ্বীপে (মিডিয়ান) প্রায় ১৮ হাজার বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। এছাড়া, গত ১৬ জুন ডিএসসিসি এলাকায় একযোগে ৬০০টি চারা রোপণের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এই বছরের জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছে। এদিকে, নগরীর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়ে সভায় গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে ভূমিকম্পের মতো বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, রাজউক এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মধ্যে একটি কার্যকর ও সুদৃঢ় সমন্বয় গড়ে তোলার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত হলো জাপানের ৫টি উচ্চগতির পেট্রোল বোট

দেশের সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোরদার, উপকূলীয় এলাকায় টহল ও নজরদারি বৃদ্ধি, অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম, মানবিক সহায়তা এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা বাড়াতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত হয়েছে জাপানের দেওয়া পাঁচটি উচ্চগতির পেট্রোল বোট। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) জাপানের Official Security Assistance কর্মসূচির আওতায় দেওয়া এসব পেট্রোল বোট আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাপানের পররাষ্ট্রবিষয়ক সংসদীয় উপমন্ত্রী শিমাদা তোমোয়াকি। এছাড়া জাপানের প্রতিনিধিদল, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত অংশীদারত্বের ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালের নভেম্বরে পাঁচটি উচ্চগতির পেট্রোল বোট সংগ্রহে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সই হয়। একই বছরের নভেম্বরেই প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে চলতি বছরের ৬ ফেব্রুয়ারি বোটগুলো চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছায়।

জাপানি বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে বানৌজা নির্ভীকে নৌবাহিনীর সদস্যদের বোট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ওপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বোটের দৈর্ঘ্য ১৬.১৫ মিটার, প্রস্থ ৩.৫৩ মিটার, গভীরতা ১.৭৮ মিটার এবং ধারণক্ষমতা ১৩.৫ টন। বোটগুলো ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৩২ নটিক্যাল মাইল গতিতে চলতে সক্ষম। কম গভীরতার জলপথে চলাচলের উপযোগী হওয়ায় নদী, মোহনা ও উপকূলীয় এলাকার সংকীর্ণ ও দুর্গম নৌপথে দ্রুত ও কার্যকরভাবে অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব হবে। আইএসপিআর বলছে, নতুন এসব পেট্রোল বোট দেশের সমুদ্রবন্দর ও উপকূলীয় অঞ্চলে নিরাপত্তা জোরদার, নিয়মিত টহল ও নজরদারি, অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান, মানবিক সহায়তা এবং দুর্যোগ মোকাবিলাসহ বিভিন্ন জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এছাড়া ওএসএ কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত এই প্রকল্প বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যকার বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি দুই দেশের প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখবে বলেও জানিয়েছে আইএসপিআর। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

পরীক্ষামূলক শিডিউল ডিস্লাজিং কার্যক্রমের অনুমোদন দিলো ডিএনসিসি

রাজধানীর গুলশান, বনানী, বারিধারা ও নিকেতন এলাকায় সুষ্ঠুভাবে শিডিউল ডিস্লাজিং কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন ডিএনসিসি প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান। এসময় পরীক্ষামূলক শিডিউল ডিস্লাজিং কার্যক্রমের অনুমোদনের কথাও জানানো হয়। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) গুলশান, বনানী, বারিধারা ও নিকেতন এলাকায় সুষ্ঠুভাবে শিডিউল ডিস্লাজিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের লক্ষ্যে এক সমন্বয় সভায় এই আশ্বাস দেন তিনি। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সমন্বয় সভায় প্রশাসক নগরের সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম মানার অনুরোধ জানান। তিনি জানান, ঢাকার সবকিছুই সিটি করপোরেশন পরিচালনা করে না। এখানে রাজউক, ওয়াসা ও বিদ্যুৎ বিভাগ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই তিন বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন জনগণের স্বার্থে সব সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং অব্যাহত রাখবে।

সভায় বারিধারা সোসাইটি, গুলশান সোসাইটি, বনানী সোসাইটি, নিকেতন সোসাইটির প্রতিনিধিরা ডিএনসিসি প্রশাসকের সঙ্গে একমত পোষণ করেন। এসময় তারা শিডিউল ডিস্লাজিং কার্যক্রমে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সভায় সোসাইটির প্রতিনিধিরা জানান, ঢাকা শহরের কিছু এলাকার পয়োবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ঢাকা ওয়াসার সুয়ারেজ লাইন আছে এবং কিছু অংশে সেপটিক ট্যাংকের ব্যবস্থা আছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পয়োবর্জ্য সরাসরি ড্রেনে সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ফলে মারাত্মক স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ঝুঁকি, মশার বংশবৃদ্ধিসহ জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। এসময় ডিএনসিসি প্রশাসক গুলশান, বনানী, বারিধারা লেকসহ সব জলাধারে পয়োবর্জ্যের অবৈধ নিষ্কাশন রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানান। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম জোরদারের ব্যাপারে নির্দেশনা দেন। সভায় ডিএনসিসির প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা জানান, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন ও ঢাকা ওয়াসার মধ্যে পয়োবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি মেমরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং ২০২৩ সালে সই হয়েছে। এর আলোকে ডিএনসিসির আওতাভুক্ত এলাকায় নিরাপদ ও টেকসই পয়োনিষ্কাশন পরিসেবা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিডিউল ডিস্লাজিং পরিচালনার জন্য প্রাথমিকভাবে যোগ্য ৫টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিডিউল ডিস্লাজিং পরিচালনার সক্ষমতা যাচাই করতে পরীক্ষামূলকভাবে আগামী ২ মাসের মধ্যে ড্রাই রান কার্যক্রম সম্পাদনের অনুমতি দেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডিএনসিসি প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান। এতে বারিধারা সোসাইটি, গুলশান সোসাইটি, বনানী সোসাইটি, নিকেতন সোসাইটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ডিএনসিসি ও ঢাকা ওয়াসার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

ভিত্তিপ্রস্তরেই আটকে আছে শহীদ আবু সাঈদ তোরণ-জাদুঘর প্রকল্প

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ আবু সাঈদের স্মৃতি সংরক্ষণে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) ঘোষিত এক হাজার ৯০ কোটি টাকার মেগা প্রকল্প দুই বছরেও বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি। তোরণ, জাদুঘর ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলেও এখন পর্যন্ত শুরু হয়নি দৃশ্যমান কোনো নির্মাণকাজ। ফলে উপাচার্যের মুখে বারবার আবু সাঈদের নাম শোনা গেলেও মাঠপর্যায়ে দৃশ্যমান কোনো কাজ না হওয়ায় ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর বেরোবির নতুন প্রশাসন শহীদ আবু সাঈদের স্মৃতি সংরক্ষণে এক হাজার ৯০ কোটি টাকার একটি মেগা উন্নয়ন প্রকল্পের ঘোষণা দেওয়া হয়। এর অংশ হিসেবে ২০২৫ সালের ১৬ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নম্বর গেটে `আবু সাঈদ তোরণ ও মিউজিয়াম, এবং পার্ক মোড়ে `শহীদ আবু সাঈদ স্মৃতিস্তম্ভ,র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা, ইউজিসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং শহীদ আবু সাঈদের বাবা মো. মকবুল হোসেন উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে ভিত্তিপ্রস্তরের ফলকটি কেবল অযত্নে পড়ে আছে। প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দর্শনার্থীরা এসে শহীদ আবু সাঈদের স্মৃতিবিজড়িত স্থানে কোনো স্থায়ী কাঠামো না দেখে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করছেন।

নাম ব্যবহার করে বাহবা নেওয়ার অভিযোগ শিক্ষার্থীদের। তারা বলছেন, বর্তমান উপাচার্য ও তার প্রশাসন বিভিন্ন সেমিনার এবং বক্তৃতায় শহীদ আবু সাঈদের নাম ব্যবহার করে বাহবা কুড়াচ্ছেন। কিন্তু যে মেগা প্রজেক্টটি আবু সাঈদের বীরত্বকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে জীবন্ত করে রাখত, তা দুই বছরেও শুরু না হওয়া প্রশাসনের চরম ব্যর্থতা। তারা কেবল সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য এটি ব্যবহার করছেন, বাস্তবায়নে তাদের কোনো আন্তরিকতা নেই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দাবি, প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন এবং বাজেট বরাদ্দের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির সঙ্গে যোগাযোগ চলছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষার্থী বলেন, জুলাই বিপ্লবের দুই বছর পূর্তিতে এসেও যদি প্রথম শহীদের তোরণ ও জাদুঘর আলোর মুখ না দেখে, তবে তা ইতিহাসের সঙ্গে প্রতারণার শামিল। তারা অবিলম্বে আমলাতান্ত্রিক লালফিতার দৌরাত্ম্য কমিয়ে এ মেগা প্রকল্পের নির্মাণকাজ দ্রুত শুরু করার জোর দাবি জানান। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সিভিল শাখার নির্বাহী প্রকৌশল (পুর) বলেন, আমরা এক হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের প্রপোজাল রেডি

করে ঈদের আগে সাবমিট করেছে। এটা এখন কতদূর সেটা বলতে পারছি না, কারণ চারটি ধাপ পার হতে হয় ইউজিসি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্লানিং তারপর একনেক সবশেষ পাস হয় । বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক এ.টি.জি.এম গোলাম ফিরোজ বলেন, আমরা ডিপিপি সাবমিট করেছি। এটা প্রথমে ইউজিসিতে যাবে তারপর সেখান থেকে পাস হয়ে হয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যাবে। এরপর চূড়ান্ত হলে কাজ শুরু হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্তদের বাড়িতে আগুন-ভাঙচুর

পাবনার সাঁথিয়ায় দুই যুবকের বিরুদ্ধে এক স্কুলছাত্রীকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার জেরে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী অভিযুক্তদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর চালিয়েছে। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) সকালে উপজেলার আর আতাইকুলা ইউনিয়নের বিলকুলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বর্তমানে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। অভিযুক্তরা হলেন, উপজেলার আর আতাইকুলা ইউনিয়নের বিলকুলা গ্রামের সাজাই আলীর ছেলে মামুন (৩৪) এবং একই গ্রামের মৃত জমির উদ্দিনের ছেলে জুয়েল (৩৫) । তারা দুজনেই বিবাহিত ও সন্তান সন্ততির জনক এবং ঘটনার পর থেকেই এলাকা ছেড়ে পলাতক রয়েছে। মামলা ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিলকুলা গ্রামের এক সৌদি আরব প্রবাসীর স্ত্রীর ঘরের দিকে প্রায় রাতেই উঁকিঝুঁকি দিত প্রতিবেশী মামুন ও জুয়েল। গত মঙ্গলবার (৩০ জুন) দিনগত ভোররাত আনুমানিক ৪টার দিকে ওই প্রবাসীর অষ্টম শ্রেণি পড়ুয়া মেয়ে ঘর থেকে বাইরে বের হলে পূর্ব থেকে ওত পেতে থাকা মামুন ও জুয়েল তার মুখ ওড়না দিয়ে বেঁধে ফেলে। পরে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে পাশের একটি স্থানে নিয়ে তাকে ধর্ষণ করা হয়। ধর্ষণের পাশাপাশি অভিযুক্তরা মোবাইলে ছবি ধারণ করে এবং ঘটনাটি কাউকে না জানানোর জন্য প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে ভুক্তভোগী ছাত্রী বিষয়টি তার মাকে জানালে, ছাত্রীর মা বাদী হয়ে বুধবার (১ জুলাই) আতাইকুলা থানায় দুইজনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন। ধর্ষণের ঘটনাটি এলাকায় জানাজানি হলে স্থানীয় মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এর জেরে গত বুধবার রাতে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী অভিযুক্ত মামুনের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে অপর অভিযুক্ত জুয়েলের বাড়িতেও ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। এ বিষয়ে আতাইকুলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমান জানান, ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ভিকটিমকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য পাবনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

সোনারগাঁয়ে অবৈধ পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযান, ১৪ জনের কারাদণ্ড

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ফুটপাত দখল, সড়কে অবৈধভাবে অটোরিকশা ও সিএনজি পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এসময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ১৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও একজনকে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) দুপুরে উপজেলার মোগরাপাড়া চৌরাস্তা এলাকায় সোনারগাঁ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আসিফ আল জিনাতের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে বিনাশ্রম কারাদণ্ড পাওয়া ব্যক্তিরা হলেন হিরণ মিয়া, খলিল, নুরুল আমীন, হানিফ, মোশারফ, জাকির হোসেন, মোতালেব, আবু বকর সিদ্দিক, মো. মনির, মো. সেলিম, শ্যামল দাস, মো. মজনু, মিলন জহিরুল ইসলাম ও জুনায়েদ। ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, মোগরাপাড়া চৌরাস্তা এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফিডার রোড দীর্ঘদিন ধরে ফুটপাত দখল এবং যত্রতত্র অটো-সিএনজি পার্কিংয়ের কারণে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হচ্ছিল। বিশেষ করে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে রাস্তা দখল করে ব্যবসা পরিচালনা এবং সড়কে অবৈধভাবে যানবাহন পার্কিংয়ের দায়ে ১৫ জন দোকানদার ও অটো-সিএনজি চালককে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত ১৩ জনকে পাঁচ দিনের এবং একজনকে তিন দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচশ টাকা অর্থদণ্ড দেন। এছাড়া সড়ক পরিবহন আইনে একজনকে তিন হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আসিফ আল জিনাত বলেন, `অটো-সিএনজির জন্য নির্ধারিত স্ট্যান্ড থাকা সত্ত্বেও চালকরা নিয়ম মানছেন না। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতাদের মাধ্যমে সচেতন করার পরও তারা আইন অমান্য করায় অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।, (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০২.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

রাখাইনে দফায় দফায় বোমা বিস্ফোরণ, কাঁপছে টেকনাফ

কক্সবাজারের টেকনাফ সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে আবারও দফায় দফায় বোমা বিস্ফোরণের বিকট শব্দ শোনা যাচ্ছে। বিস্ফোরণের শব্দে এপারের সীমান্ত এলাকা কেঁপে উঠছে। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) দুপুর থেকে টেকনাফের হোয়াইক্যং ও হ্নীলা সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারের রাখাইনের বলিবাজার ও কুমিরখালী এলাকায় সংঘর্ষ চলছে। এর আগে, বুধবার (১ জুলাই) দিন ও রাতে মংডু শহরে বিমান থেকে বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, `দুপুরের দিকে রাখাইনের বলিবাজার ও কুমিরখালী এলাকা থেকে বোমা বিস্ফোরণের বিকট শব্দ শোনা যায়। এতে হোয়াইক্যং সীমান্তের বাড়িঘর কেঁপে ওঠে। এ পর্যন্ত অন্তত সাতটি

বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।, হোয়াইক্যং ২ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার সিরাজুল মোস্তফা লালু বলেন, `প্রায় এক বছর আগে হোয়াইক্যং সীমান্তের ওপারে আরাকান আর্মি ও মিয়ানমার জান্তা বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছিল। তখন সীমান্ত এলাকার মানুষ আতঙ্কে দিন কাটিয়েছেন। এখন আবারও নতুন করে হোয়াইক্যং সীমান্তের ওপারে রাখাইনে হামলা ও সংঘর্ষ শুরু হওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ-আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।, হ্নীলা মৌলভীবাজারের বাসিন্দা জেলে রহমত উল্লাহ বলেন, `সকালে নাফ নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। দুপুরের দিকে মৌলভীবাজারের ওপারে রাখাইন সীমান্ত থেকে একের পর এক বিস্ফোরণের কয়েকটি বিকট শব্দ শোনা যায়। আতঙ্কে মাছ ধরা বন্ধ করে দ্রুত ফিরে এসেছি।, এ বিষয়ে উখিয়া ব্যাটালিয়ন (৬৪ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. জহিরুল ইসলাম বলেন, `বিস্ফোরণের শব্দের বিষয়ে খোঁজ-খবর নেওয়া হচ্ছে। বিজিবিও সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।,
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৫ শিশুর মৃত্যু

দেশে হাম রোগের উপসর্গ নিয়ে আরও পাঁচ শিশু মারা গেছে। এ নিয়ে চলতি বছরের ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৩৬ জনে। সেই সঙ্গে নিশ্চিত হামে প্রাণহানি ঘটেছে ৯৩ শিশুর। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, বুধবার সকাল ৮টা থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হামে কেউ মারা না গেলেও সন্দেহজনক হাম রোগে মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের। অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ১৫ মার্চের পর থেকে এ পর্যন্ত নিশ্চিত হামে ৯৩ জনের প্রাণ গেছে। একই সময়ে সন্দেহভাজন হামে প্রাণহানির সংখ্যা ৬৩৬ জন। সব মিলিয়ে হাম-সংক্রান্ত রোগে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭২৯ জনে। প্রতিবেদনে উল্লিখিত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হাম শনাক্ত হয়েছে ১৫৪ জনের। এসময়ে সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ৯৬৫ জন। গত ১৫ মার্চের পর থেকে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়েছে ১২ হাজার ২৮৬ জন। একই সময়ে সন্দেহভাজন হামে আক্রান্তের সংখ্যা এক লাখ দুই হাজার ৯৯৩ জন। একই সময়ে হাম সন্দেহে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৮৬ হাজার ৪১১ জন এবং সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছে ৮২ হাজার ৭৫৯ জন। বিভাগভিত্তিক হিসাব অনুযায়ী, নিশ্চিত হামে সবচেয়ে বেশি ৫৭ রোগী মারা গেছে ঢাকায়। এছাড়া বরিশালে ১৯, চট্টগ্রামে ১০, সিলেটে তিন এবং ময়মনসিংহ ও রাজশাহীতে দুজন করে মৃত্যুবরণ করেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

শনিবার জুলাই শহীদদের স্মরণে সভা, থাকবেন প্রধানমন্ত্রী

আগামী শনিবার (৪ জুলাই) জুলাই শহীদদের স্মরণে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছে। `জুলাই ২৪ শহীদ পরিবার সোসাইটি, ও `আমরা জুলাই যোদ্ধা কেন্দ্রীয় কমিটি,র যৌথ আয়োজনে এই স্মরণ সভা হবে। শনিবার (৪ জুলাই) সকাল ১০টায় রাজধানীর চীন মৈত্রী আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এ স্মরণসভা হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিএনপি চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানিয়েছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশের রপ্তানি আয় কমেছে দশমিক ৫৮ শতাংশ

২০২৫–২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় শূন্য দশমিক ৫৮ শতাংশ কমে ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে এসেছে। বিশ্ববাজারে পোশাকের চাহিদা কমে যাওয়া, ভূরাজনৈতিক সংঘাত, চলমান যুদ্ধ ও ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কনীতি বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থাকে ব্যাহত করায় রপ্তানিতে এ পতন। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের পণ্য রপ্তানি ৮ দশমিক ৫৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল। আয় হয়েছিল ৪৮ দশমিক ২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, সদ্য বিদায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় হয়েছে ৪৮ বিলিয়ন ডলার, যা আগে ছিল ৪৮.২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৫–২৬ অর্থবছরের জন্য সরকার ৫৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল। অন্যদিকে, চলতি ২০২৬–২৭ অর্থবছরের জন্য ৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের সুপারিশ করেছে ইপিবি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

টেকসই উত্তরণের জন্য এলডিসি প্রস্তুতিকাল বাড়াতে চায় সরকার

বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেছেন, বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণের প্রস্তুতিকাল বাড়ানোর উদ্দেশ্য উত্তরণ বিলম্বিত করা নয়, বরং একটি টেকসই ও সুশৃঙ্খল উত্তরণ নিশ্চিত করা। তিনি বলেন, উত্তরণের এই অতিরিক্ত সময় আমরা কোনো বিলম্বের জন্য চাই না; বরং একটি টেকসই, স্থিতিশীল এবং কার্যকর অর্থনৈতিক রূপান্তরের জন্য চাই। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) আগারগাঁওয়ে এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত `বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি এবং প্রস্তুতিকাল সম্প্রসারণের যৌক্তিকতা, শীর্ষক সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) এ সেমিনারের

আয়োজন করে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (ইউএনসিডিপি) এর কাছে এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রস্তুতিকাল আরও তিন বছর বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে পরামর্শ ও বিদ্যমান পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক ইউএনসিডিপি বাংলাদেশের অনুরোধে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। পাশাপাশি তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ইকোসক) কাছে দাখিল করেছে। এখন ইকোসক বর্ধিত প্রস্তুতিকালের বিষয়টি বিবেচনা করে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের জন্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রেরণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ সংক্রান্ত প্রস্তুতি কার্যক্রম ও তা বাস্তবায়নে অর্জিত অগ্রগতি এবং সুষ্ঠু ও টেকসই উত্তরণ নিশ্চিত করতে এই প্রস্তুতিকাল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি কূটনৈতিক মিশনসমূহ, উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দ ও অন্যান্য অংশীজনকে বিশদভাবে অবহিত করার লক্ষ্যে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের জামিন বহাল, মুক্তিতে বাধা নেই

জুলাই আন্দোলন কেন্দ্র করে রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে দায়ের হওয়া খোবাইব হত্যা মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হককে হাইকোর্টের দেওয়া জামিন বহাল রেখেছেন সুপ্রিম কোর্টের চেম্বার জজ আদালত। ফলে বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকের মুক্তিতে বাধা নেই। রাষ্ট্রপক্ষের আবেদন শুনানি নিয়ে বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) আপিল বিভাগের বিচারপতি মো. রেজাউল হকের চেম্বার জজ আদালত এ আদেশ দেন। আদালতে বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকের পক্ষে শুনানি করেন মো. মুতাহার হোসেন সাজু। ফলে তার মুক্তিতে বাধা নেই বলে বিষয়টি সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেন। এর আগে জুলাই আন্দোলন কেন্দ্র করে রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে দায়ের হওয়া খোবাইব হত্যা মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের জামিন আবেদন মঞ্জুর করেছেন হাইকোর্ট। গত ৩০ জুন এ সংক্রান্ত আবেদনের শুনানি শেষে হাইকোর্টের বিচারপতি কেএম জাহিদ সরওয়ার কাজল ও বিচারপতি শেখ আবু তাহেরের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ রুল জারিসহ এ আদেশ দেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

৪ বছরেও জোড়া লাগেনি সাবমেরিন ক্যাবল, আজও অন্ধকারে মদনপুর ইউনিয়ন

ভোলার দৌলতখান উপজেলার মদনপুর ইউনিয়নে চার বছর ধরে বিদ্যুৎ নেই। মেঘনা নদীর তলদেশে স্থাপিত সাবমেরিন ক্যাবল ছিঁড়ে যাওয়ার পর থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকলেও আজ পর্যন্ত তা মেরামত করা হয়নি। ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন কয়েক হাজার বাসিন্দা। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি অচল হয়ে পড়েছে ফ্রিজ, টেলিভিশন, ফ্যানসহ নানা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিনেও স্থায়ী সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। স্থানীয়রা জানায়, বেশ কয়েক যুগ আগে গঠিত ভোলার দৌলতখান উপজেলার মদনপুর ইউনিয়নে দীর্ঘদিন বিদ্যুতের কোনো সুবিধা ছিল না। পরে মেঘনা নদীর তলদেশ দিয়ে সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে ২০২১ সালের ৫ ডিসেম্বর মদনপুর ইউনিয়ন এবং ভোলা সদর উপজেলার কাচিয়া ইউনিয়নের বিচ্ছিন্ন মাঝের চর এলাকায় প্রথমবারের মতো বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে। বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত হয়ে বদলে যেতে শুরু করে এসব এলাকার মানুষের জীবনযাত্রা। তবে সেই স্বস্তি স্থায়ী হয় মাত্র সাত মাস। ২০২২ সালের ২৩ জুন মেঘনার তলদেশে স্থাপিত সাবমেরিন ক্যাবল ছিঁড়ে গেলে আবারও অন্ধকারে ডুবে যায় মদনপুর ইউনিয়ন ও কাচিয়া ইউনিয়নের মাঝের চর গ্রাম। ক্যাবল ছিঁড়ে যাওয়ার প্রায় চার বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো তা মেরামত করা হয়নি। ভোলা পল্লী বিদ্যুৎ অফিস সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ১৫ কোটি ৮২ লাখ টাকা ব্যয়ে সাড়ে ৪ কিলোমিটার সাবমেরিন ক্যাবল লাইনের মাধ্যমে ভোলা সদরের তুলাতুলি থেকে বিদ্যুৎ দেওয়া হয় দৌলতখানের মদনপুর ইউনিয়ন ও সদরের কাচিয়া ইউনিয়নের মাঝের চর গ্রামে। সব মিলে বিদ্যুতের গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ৮ শতাধিকের মতো। মদনপুর ইউনিয়নের স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বিদ্যুৎ না থাকায় তীব্র তাপপ্রবাহ ও ভ্যাপসা গরমে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিদ্যুতের অভাবে শিশুসহ সব শিক্ষার্থীদের পড়াশুনা বিঘ্ন হচ্ছে। চার বছর ধরে বিদ্যুৎ না থাকায় ফ্রিজ, টিভি, ফ্যানসহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। লোকসানের পড়েছেন গ্রাহকরা। মদনপুর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় বাসিন্দা মো. আরিফ বলেন, ইউনিয়নে বিদ্যুৎ আসায় অনেক খুশি হয়েছিলাম। এরপর বিদ্যুতের মিটার সংযোগ দিই। ঘরে ফ্রিজ, লাইট, ফ্যানসহ বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কেনা হয়। সব মিলে প্রায় লাখ টাকা খরচ হয়। কিন্তু ৬ মাস বিদ্যুৎ চলার পরে বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যায়। পরে জানলাম মেঘনার তলদেশের সাবমেরিন ক্যাবল ছিঁড়ে গেছে। ওই যে বিদ্যুৎ আমাদের কপাল থেকে গেছে আর আসলো না। ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মো. ইসমাইল হোসেন বলেন, মদনপুর ইউনিয়নের মানুষ কৃষি কাজ, মৎস্য শিকার ও গবাদি পশু পালন জীবিকা নির্বাহ করেন। আমাদের মদনপুরে যখন বিদ্যুৎ আসছিল তখন নদীতে তেমন মাছ ধরা পরতো না। জেলেদের হাতে টাকাও ছিল না। পরে আমরা অনেক জেলেরা এনজিও থেকে ঋণ, সুদের টাকা ও ধার-দেনা করে ঘরে বিদ্যুৎ নিয়েছিলাম। বিদ্যুৎ আসার আনন্দে ঘরে কত কিছু যে কিনছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বিদ্যুৎ বেশি দিন আর থাকলো না। মাঝখানে বিদ্যুৎ আসার আনন্দে

দেনা করে যে বৈদ্যুতিক সামগ্রী কিনছি সে দেনা অনেক কষ্টে পরিশোধ করতে হয়েছে। বিদ্যুৎ মদনপুরে এসে আমাদের দেনা করে চলে গেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

প্রাথমিকে ৩৮৪৪৩ সহকারী শিক্ষক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি কবে, জানালেন মন্ত্রী

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৬ হাজার ২৩৫টি প্রধান শিক্ষক পদ শূন্য। এসব পদে নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরু করতে সরকারি কর্ম কমিশনে (পিএসসি) চাহিদাপত্র পাঠিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। মূলত এসব প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ পাবেন সহকারী শিক্ষকরা। এতে নতুন করে ৩৬ হাজার ২৩৫টি সহকারী শিক্ষক পদ শূন্য হবে। পাশাপাশি আরও দুই হাজার সহকারী শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে। সবমিলিয়ে নতুন করে ৩৮ হাজার ৪৪৩টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য হবে। এসব পদেও শিগগির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার কথা জানিয়েছেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) বিকেলে সচিবালয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, সাড়ে ৩২ হাজারেরও বেশি প্রধান শিক্ষক পদোন্নতিতে জট কেটেছে। বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের ৩৬ হাজার ২৩৫টি শূন্যপদ রয়েছে। এসব পদে নিয়োগ দেওয়া হলে সহকারী শিক্ষক থেকে পদোন্নতি পাওয়ায় নতুন করে ৩৮ হাজার ৪৪৩টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য হবে। সহকারী শিক্ষক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি কবে প্রকাশ করা হবে, জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, প্রধান শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির আইনি বাধা দূর হওয়ায় প্রায় ৩৮ হাজার ৪৪৩টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য হবে। এসব পদে ইমিডিয়েট নিয়োগ দেওয়া হবে। এহছানুল হক মিলন বলেন, প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক সংকট দূর করতে পর্যায়ক্রমে শূন্য পদগুলো পূরণে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। নতুন করে সৃষ্টি হওয়া শূন্য পদে দ্রুত নিয়োগ দেওয়া হলে দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক সংকট অনেকাংশে কমে আসবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, `আদালতের রায় পাওয়ার পরপরই যখন আমাকে অ্যাটর্নি জেনারেল ফোন করে জানালেন, তখনই আমি পিএসসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেছি, আমরা এ নিয়োগটি কতটা দ্রুত করতে পারি। তিনি তাৎক্ষণিক বলেছেন, আপনি রিকুইজিশন পাঠান।,

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

বিমানের ফ্লাইটে মিললো প্রায় ১৯ কেজি সোনা

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি উড়োজাহাজ থেকে আজ বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) সকালে প্রায় ১৯ কেজি সোনা উদ্ধার করা হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই থেকে চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকায় আসা উড়োজাহাজ থেকে এই সোনা উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানায় ঢাকা কাস্টম হাউজ। সংস্থাটি জানায়, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটটি (বিজি-১৪৮) আজ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায়। উড়োজাহাজটির কার্গো হোল্ড থেকে সোনার বারগুলো উদ্ধার করা হয়। ঢাকা কাস্টম হাউজের অতিরিক্ত কমিশনার কামরুল হাসান জানান, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও কাস্টমসের কর্মকর্তাদের যৌথ দল উড়োজাহাজটির কার্গো হোল্ড থেকে স্কচটেপ পেঁচানো অবস্থায় মোট ১৬০টি সোনার বার উদ্ধার করে। এসব সোনার বারের ওজন ১৮ কেজি ৭০০ গ্রাম। দাম প্রায় ৪২ কোটি টাকা। তিনি বলেন, সোনার বারগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় বিমানবন্দর থানায় মামলার প্রক্রিয়া চলছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

জবিতে দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০০ কোটি টাকার গৃহনির্মাণ ঋণচুক্তি সই

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণে দ্বিতীয় পর্যায়ে অতিরিক্ত ১০০ কোটি টাকার গৃহ নির্মাণ ঋণচুক্তি সই হয়েছে। নতুন এ চুক্তির আওতায় ২০ বছর মেয়াদে ৯ শতাংশ সুদে আবাসিক গৃহ নির্মাণ ঋণ নিতে পাবেন তারা। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সম্মেলনকক্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার মধ্যে `ডিড অব করপোরেট গ্যারান্টি অ্যান্ড লোন এগ্রিমেন্ট, শীর্ষক সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন। অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পক্ষে সই করেন শাখা ব্যবস্থাপক মো. গোলাম সরওয়ার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রইছ উদ্দীন বলেন, প্রথম পর্যায়ের ঋণচুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর প্রায় দুই বছর আবাসন ঋণ কার্যক্রম বন্ধ থাকায় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এ গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। দীর্ঘ প্রচেষ্টার মাধ্যমে পুনরায় ঋণ কার্যক্রম চালু করায় তিনি ঋণ বরাদ্দ কমিটির সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠক শুরু

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠক শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) বিকেলে বাংলাদেশ সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ ভবনের জনপ্রশাসন সভাকক্ষে বৈঠকটি শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি সুজাউদ্দৌলা সুজন মাহমুদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. নাসিমুল গনি সংবাদ সম্মেলনে

বৈঠকের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও অনুমোদনের বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করবেন। মন্ত্রিসভার নিয়মিত এ বৈঠকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উত্থাপিত নীতিগত সিদ্ধান্ত, খসড়া আইন, প্রশাসনিক বিষয় এবং জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

কাটা যাচ্ছে আইন ভাঙা চালকদের লাইসেন্স পয়েন্ট, জুনে কর্তন ৭৮ পয়েন্ট

সড়ক পরিবহন আইন লঙ্ঘনকারী মোটরযান চালকদের বিরুদ্ধে ড্রাইভিং লাইসেন্সের দোষসূচক (ডিমেরিট) পয়েন্ট কাটছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। বিআরটিএর ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে গত জুন মাসে ৭৫টি ড্রাইভিং লাইসেন্সের বিপরীতে মোট ৭৮ পয়েন্ট কর্তন করা হয়। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) সংস্থাটির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে প্রকাশিত এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়। সংস্থাটি জানায়, নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে আইন লঙ্ঘনকারী চালকদের বিরুদ্ধে ডিমেরিট পয়েন্ট কর্তনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং সবাইকে সড়ক পরিবহন আইন মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে। এর আগে গত ২৬ জুন বিআরটিএ এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী প্রতিটি মোটরযান চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্সে সর্বোচ্চ ১২টি পয়েন্ট বরাদ্দ থাকে। আইনের বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে অর্থদণ্ড বা কারাদণ্ডের পাশাপাশি চালকের লাইসেন্স থেকে দোষসূচক (ডিমেরিট) পয়েন্টও কর্তনের বিধান রয়েছে। বিআরটিএ জানায়, এ বিধান বাস্তবায়নে `রোড সেফটি পেনাল্টি সিস্টেম, (আরএসপিএস) অ্যাপের মাধ্যমে অপরাধী চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্সের পয়েন্ট কর্তন করা হচ্ছে। সংস্থাটি মোটরযান চালকদের বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করে যানবাহন চালানোর আহ্বান জানিয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আহ্বান বাংলাদেশের

সন্ত্রাসবাদের ক্রমবর্ধমান ও পরিবর্তিত হুমকি মোকাবিলায় আরও জোরালো আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ। এছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, এনক্রিপটেড যোগাযোগব্যবস্থা, ভার্চুয়াল অ্যাসেট ও অন্যান্য ডিজিটাল প্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো তাদের কার্যক্রম বিস্তৃত করছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে দেশটি। বুধবার (১ জুলাই) নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী এ উদ্বেগ প্রকাশ করেন। জাতিসংঘের বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদবিরোধী কৌশল বিষয়ক বিতর্কে বক্তব্য প্রদানকালে সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস উগ্রবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের `শূন্য সহনশীলতা, নীতির পুনর্ব্যক্ত করেন রাষ্ট্রদূত। সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী বলেন, সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন মোকাবিলায় বাংলাদেশের একটি শক্তিশালী আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো রয়েছে। একই সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা ও আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় নেওয়া সব পদক্ষেপ অবশ্যই আইনের শাসন ও মানবাধিকারের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধার ভিত্তিতে পরিচালিত হতে হবে। তিনি সন্ত্রাসবাদের মূল কারণ মোকাবিলা, ইসলামবিদ্বেষ ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রতিরোধ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আরও জোরদারের আহ্বান জানান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

জিয়াউর রহমানের উন্নয়ন দর্শন নিয়ে তিন খণ্ডের গ্রন্থ প্রকাশ

মহান স্বাধীনতার ঘোষক ও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে নিয়ে রচিত `বীর রাষ্ট্রনায়ক জিয়াউর রহমান, শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তিন খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি -১ জাহিদুল ইসলাম রনি এ তথ্য জানান। বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক কালাম ফয়েজী রচিত গ্রন্থটিতে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্র পরিচালনা, নেতৃত্ব, উন্নয়ন দর্শন এবং জাতীয় জীবনে তার বহুমাত্রিক অবদান তুলে ধরা হয়েছে। এসময় প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব সালেহ শিবলী এবং অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন উপস্থিত ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

৯৯৯ নম্বরে মায়ের ফোন, মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টায় সৎবাবা গ্রেফতার

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় ৯ বছরের এক শিশুকন্যাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে মো. জলিল (৪৮) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) সকালে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ ভুক্তভোগী শিশুর মায়ের ফোনকলের পর দ্রুত অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার মো. জলিল ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার লাডুচৌ গ্রামের প্রয়াত আলী আকবরের ছেলে। ৯৯৯ এর পুলিশ পরিদর্শক (গণমাধ্যম ও জনসংযোগ) আনোয়ার সাত্তার জানান, আজ সকালে কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার সিদলাই ৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে একজন মা ৯৯৯ নম্বরে ফোন করেন। তিনি জানান, তার ৯ বছরের শিশুকন্যাকে তার দ্বিতীয় স্বামী (শিশুর সৎবাবা) ধর্ষণের চেষ্টা করেছেন। পরে বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে ব্রাহ্মণপাড়া থানাকে জানানো হয়। ৯৯৯ নম্বরে কলটি রিসিভ করেছিলেন কনস্টেবল নাদিম।

পরে কলার ও সংশ্লিষ্ট থানার সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে পুরো বিষয়টি সমন্বয় করেন এএসআই মাসুম বিল্লাহ। খবর পেয়ে ব্রাহ্মণপাড়া থানা-পুলিশের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় অভিযুক্ত মো. জলিলকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শিশুর মা বাদী হয়ে ব্রাহ্মণপাড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। তার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে থানায় মামলা করা হয়েছে। আসামিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

ডিএমপির অভিযানে গ্রেফতার ৪২২, মামলা ৮৯

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) বিভিন্ন থানা এলাকায় নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে ৪২২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একই সময়ে মামলা হয়েছে ৮৯টি। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানীর নানা থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ডিএমপির বিভিন্ন অপরাধ ও গোয়েন্দা বিভাগ অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য জব্দসহ তাদের গ্রেফতার করে। অভিযানে রমনা বিভাগ ৪৪, লালবাগ ১৯, ওয়ারী ৫৫, মতিঝিল ৪৩, তেজগাঁও ৮২, মিরপুর ৯৬, গুলশান ৩৪, উত্তরা ৪৪ ও গোয়েন্দা বিভাগ পাঁচজনকে গ্রেফতার করে। এসময় তাদের হেফাজত থেকে এক কেজি ৩৫৫ গ্রাম গাঁজা, ১০ হাজার ৫২৪ ইয়াবা, ৫৩ গ্রাম হেরোইন, একটি করে শর্টগান, ছুরি, ল্যাপটপ, প্রাইভেটকার ও ট্রাক, ১৫টি মোবাইল ফোন, ১৬০টি সিম কার্ডসহ নগদ টাকা ও আরও কিছু জিনিস জব্দ করা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

পল্লী বিদ্যুতের ভূতুড়ে বিলকে অগ্রহণযোগ্য বললেন এমপি এরশাদ উল্লাহ

পল্লী বিদ্যুতের ভূতুড়ে বিল অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম-৮ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) ও মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক এরশাদ উল্লাহ। তিনি বলেছেন, ভূতুড়ে বিল যেন জনগণকে দিতে না হয় সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) দুপুরে চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত ক্রীড়াসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। এর আগে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, কোনো জিনিসপত্রের দাম বাড়েনি বরং নিত্যপণ্যের দাম কমানো হয়েছে। এবারের বাজেটে ৬১টি পণ্যের কর রহিত করা হয়েছে। এ সরকারকে জনগণ ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে। এ সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণকে স্বস্তি দেওয়া এবং আর্থসামাজিক উন্নয়ন করা। এদিন উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জলাতঙ্ক রোধে অ্যান্টি র‍্যাবিস ভ্যাকসিন, ক্রীড়াসামগ্রী, স্যানিটারি ন্যাপকিন, ঢেউটিন, সেলাই মেশিন বিতরণ, পৌরসভার জিআর (চাল) বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

যাত্রাবাড়ীতে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ২১

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। নিয়াজ মেহেদী বলেন, বুধবার (১ জুলাই) যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় পরিচালিত বিশেষ অভিযানে ২১ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের মধ্যে পাঁচজনকে নিয়মিত মামলায়, তিনজনকে গ্রেফতারি পরোয়ানার ভিত্তিতে এবং ১৩ জনকে ডিএমপি অধ্যাদেশ অনুযায়ী আটক করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজধানীতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে। গ্রেফতার ব্যক্তিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থীদের অন-অ্যারাইভাল ভিসা সুবিধা চাইলেন রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক ফিলিস্তিনি ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন। ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশে আগমন ও পড়াশোনা নির্বিঘ্ন করতে অন-অ্যারাইভাল ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সহযোগিতা চেয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসেফ এস ওয়াই রামাদান। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তিনি এই আহ্বান করেন। সাক্ষাৎকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে আসছে। তিনি বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তৎকালীন সময়ে ফিলিস্তিনের পক্ষে আন্তর্জাতিক ও কূটনৈতিক পর্যায়ে জোরালো জনমত ও সমর্থন আদায়ে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। ফিলিস্তিনের প্রতি বাংলাদেশের এই নীতিগত ও নৈতিক সমর্থন সর্বদা অব্যাহত থাকবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

স্বাধীনতার পর এমন জনকল্যাণমুখী ও জীবনঘনিষ্ঠ বাজেট হয়নি: চিফ হুইপ

জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ মো. নূরুল ইসলাম বলেছেন, বর্তমান সরকারের প্রণীত ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট দেশের সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও ভাগ্য পরিবর্তনের এক অনন্য দলিল। তিনি বলেন, স্বাধীনতার

পর এমন জনকল্যাণমুখী ও জীবনঘনিষ্ঠ বাজেট আর কখনো প্রণীত হয়নি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জনপ্রিয় মেগা প্রকল্পের পরিবর্তে জীবনমুখী পদ্মা ও তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) জাতীয় সংসদের এলডি হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের হুইপ রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু উপস্থিত ছিলেন। চীফ হুইপ বলেন, এ বাজেট জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং দেশের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। বাজেটের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন- এটা মানুষের বাজেট, জনবান্ধব বাজেট এবং জনগণের কল্যাণ ও তাদের বাঁচিয়ে রাখার বাজেট। মো. নূরুল ইসলাম বলেন, আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে একটি ভঙ্গুর অর্থনীতি পেয়েছি। এমনও দেখেছি- একদিনে ডলারের দাম ৭ টাকা বেড়েছে, কয়েকটি ব্যাংক মারাত্মক সংকটে পড়েছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংককে হাজার হাজার কোটি টাকা সহায়তা দিতে হয়েছে। অতীতের অনিয়ম, আর্থিক বিশৃঙ্খলা ও মেগা প্রকল্পের নামে দুর্নীতির প্রভাব এখনো অর্থনীতিতে রয়ে গেছে। এ কারণেই সরকার কেবল অবকাঠামো নির্মাণ নয়, দীর্ঘমেয়াদি জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে গুরুত্ব দিচ্ছে। পদ্মা ব্যারাজ ও তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্পের লক্ষ্য শুষ্ক মৌসুমে কৃষিতে পানির নিশ্চয়তা এবং দেশের পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। এগুলো শুধু প্রদর্শনমূলক প্রকল্প নয়, মানুষের প্রয়োজন পূরণের প্রকল্প। তিনি বলেন, ২৫ কোটি গাছ রোপণ, ২০ হাজার কিলোমিটার খাল পুনঃখনন, কৃষক কার্ড, ফ্যামিলি কার্ড, নারীদের জন্য বিশেষ কার্ড, প্রবাসী সেবা এবং স্বাস্থ্য খাতের বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এসব উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হলো—কোনো মানুষ যেন না খেয়ে না থাকে, মানুষের জীবনমান উন্নত হয় এবং তারা স্বাবলম্বী হতে পারে। সংসদীয় গণতন্ত্রের চর্চা ও বিরোধীদলের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে চিফ হুইপ বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে এবারই প্রথম বিরোধীদল বাজেট আলোচনায় অত্যন্ত ইতিবাচক ও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম বিরোধীদল বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় আগাম অংশগ্রহণ করেছে। বিরোধীদলকে মোট ২৬ শতাংশ সময় বরাদ্দ দেওয়া হলেও আমরা সময় বাড়িয়ে দিয়েছি এবং তারা প্রায় ৩১ শতাংশ সময় বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়েছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান যুবদলের পদবঞ্চিত নেতারা

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন যুবদলের পদবঞ্চিত নেতারা। এ সময় তারা বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাতের সুযোগ করে দেওয়ার এবং তার কাছে স্মারকলিপি উপস্থাপনের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) সকালে রাজধানীর হেয়ার রোডে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বাসভবনে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে পদবঞ্চিত যুবদল ও সাবেক ছাত্রদলের কেন্দ্রীয়, মহানগর এবং বিভিন্ন ইউনিটের অর্ধশতাধিক নেতা অংশ নেন। তাদের মধ্যে ছিলেন রফিকুল ইসলাম রফিক, মো. হুমায়ুন কবির, সাজ্জাদ হোসেন উজ্জ্বল, জাকির হোসেন খান, মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম রিয়ন, আবুল হাসান, দেওয়ান অলি উদ্দিন সুমন, মোহাম্মদ আসাদুল আলম টিটু, বি এম আমান উল্লাহ বিপুল, গোলাম ফারুক, ডা. বাছেদুর রহমান সোহেল, আব্দুর রহিম, মাহমুদুল ইসলাম হিমেল, হাফিজুর রহমান হাফিজ, মাহফুজুর রহমান, মিজানুর রহমান সোহাগ, মেজবাউল আলম, শাহীন আকন্দ, ইসমাইল হোসেন খান শাহীন, মুজাহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আরিফ, আনোয়ার জাহিদ, মাসুদ সরকার, সুমন চৌধুরী, গোলাম আজম সৈকত, সবুর খান সাগর, মিরাজ আজিম, স্বপন মণ্ডল, মাজেদুল ইসলাম মাসুম, রবিউল হাসান আরিফ, খন্দকার আমিনুল হক কাকন, নজরুল ইসলাম নাহিদ, ফরিদ খান, মহিবুল্লাহ জয়, খলিলুর রহমান জনি, শরিফ আল ফরহাদ দীপু, ফজলুল হক নিরব, রাকিবুল ইসলাম রোকন, জাহাঙ্গীর আলম, ইয়াকুব রাজু, শফিউল আজম, বিশ্বজিৎ ভদ্র, এম কামরুল হাসান, মাহমুদ খান, দুলাল মাতব্বর, খসরু আহমেদ হিরন, সেলিম রেজা, মাসুদ রানা, মানিক হোসেন, এমদাদুল হক পারভেজ, ইমদাদুল হক, জাহিদ হাসান হিরন, নজরুল ইসলাম, মহিউদ্দিন বেগ সুজন, কবির আহমেদ, আমির হোসেন বাদশা, হাসান জাহিদ হিরন প্রমুখ অংশ নেন। বৈঠকে নেতারা তাদের সাংগঠনিক বিষয়, পদবঞ্চনার অভিযোগ এবং সংশ্লিষ্ট দাবিদাওয়া বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে সরাসরি তুলে ধরার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তারা বিএনপির মহাসচিবের সহযোগিতা কামনা করেন।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

এমপিপুত্রের চাঁদাবাজির অভিযোগ অনুসন্ধানে দুদকে আবেদন

নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য আজহারুল ইসলামের ছেলে খাইরুল ইসলাম সজীবের বিরুদ্ধে উত্থাপিত চাঁদাবাজির অভিযোগের অনুসন্ধান চেয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কাছে আবেদন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) দুদক চেয়ারম্যানের কাছে এ আবেদন জমা দেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সালাহ উদ্দিন রিগ্যান। আবেদনের ভাষ্যমতে, এমপিপুত্র সজীবকে মুচলেকা নিয়ে পরিবারের কাছে দেওয়ার বিষয়ে ২২ জুন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়, নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনের বিএনপির এমপি আজহারুল ইসলামের ছেলে সজীবকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ২১ জুন গভীর রাতে মুচলেকা নিয়ে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তার বিরুদ্ধে ওই এলাকার একাধিক

শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কাছে চাঁদা দাবির অভিযোগ রয়েছে। সরকারের উচ্চপর্যায়ের নির্দেশে রাজধানী থেকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) সহযোগিতায় সজীবকে হেফাজতে নেয় নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ। পরে তাকে ঢাকার মিন্টো রোডে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

ডেঙ্গু রোগীর চাপ সামাল দিতে প্রয়োজনে ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল চালু করা হবে

ডেঙ্গু পরিস্থিতির প্রয়োজনে রোগীর চাপ সামাল দিতে ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগে অত্যাধুনিক মাইক্রোস্কোপ ও অন্যান্য ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ তথ্য জানান। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ১০ জুলাই প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শনে আসবেন। তার সঙ্গে স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমানও উপস্থিত থাকবেন। এ সফরের মাধ্যমে হাসপাতালের সার্বিক চিকিৎসাসেবা ও ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তার ভাষায়, ঢাকা মেডিকেলের চিত্রই বদলে যাবে। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ক্যানসার নির্ণয় আরও আধুনিক, দ্রুত ও নির্ভুল করতে ঢাকা মেডিকেলের প্যাথলজি বিভাগে অত্যাধুনিক মাইক্রোস্কোপ সরবরাহ করা হয়েছে। নতুন এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্যানসার শনাক্তকরণ আরও কার্যকর হবে ও রোগীরা উন্নত মানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবিধা পাবেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, চলতি জুলাই ও আগামী (আগস্ট) মাসে ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এরই মধ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে। সাখাওয়াত হোসেন জানান, থানা, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ডেঙ্গু শনাক্তে `এনএস১, কিট পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি ঢাকা ও অন্য শহরগুলোর হাসপাতাল প্রস্তুত রাখা হয়েছে। রোগীর সংখ্যা বেড়ে গেলে প্রয়োজন অনুযায়ী হাসপাতালের সক্ষমতা আরও বাড়ানো এবং চিকিৎসাসেবা জোরদার করা হবে। মন্ত্রী উল্লেখ করেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধে ইউনিয়ন পর্যায় থেকে সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে মসজিদের ইমামসহ সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দেশে সব ধরনের ভ্যাকসিন, রি-এজেন্ট ও স্যালাইনের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে। পরিস্থিতির প্রয়োজনে রোগীর চাপ সামাল দিতে ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল চালুর ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

কাজী নজরুল ইসলাম হলেন `বাংলাদেশের মন,: প্রধানমন্ত্রী

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে `বাংলাদেশের মন, হিসেবে বিবেচনা করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, এই বাংলাদেশ ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ না করলেও তার হৃদয়জুড়ে ছিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশও তাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে। `নজরুল বর্ষ ২০২৬-২৭,-এর বছরব্যাপী কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ২০২৬ সালের ২৫ মে থেকে ২০২৭ সালের ২৫ মে পর্যন্ত সময়কে সরকার `নজরুল বর্ষ, ঘোষণা করেছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, জাতীয় কবি শুধু অতীতের নন, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও সমান প্রাসঙ্গিক। তাই তার জীবন, কর্ম ও দর্শন ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) সকালে বাংলাদেশ সচিবালয়ের মন্ত্রিসভা কক্ষ থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সারাদেশে একযোগে `নজরুল বর্ষ ২০২৬-২৭,-এর বছরব্যাপী কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। তিন দিনব্যাপী উদ্বোধনী আয়োজন উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী স্মারক ডাকটিকিট এবং `নজরুল বর্ষ ২০২৬-২৭,-এর লোগো উন্মোচন করেন। সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়াম, প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার এবং সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান, মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গণি এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কানিজ মওলা। অনুষ্ঠানে দেশের নজরুল গবেষক, সংস্কৃতিকর্মী ও শিল্পীরাও অংশ নেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কিশোর বয়সে ১৯১৪ সালে নজরুল প্রথমবারের মতো ময়মনসিংহের ত্রিশালে এসেছিলেন। সেই স্মৃতিবিজড়িত ত্রিশালকে `নজরুল সিটি, ঘোষণার সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনি বলেন, বিদ্রোহী কবি, প্রেমের কবি, বিরহের কবি, তারুণ্যের কবি এবং বাংলাদেশের ঐতিহ্যের কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অবিস্মরণীয় নাম। পরাধীন, পর্যুদস্ত ও পরাভূত জাতির ভাগ্যাকাশে তার আবির্ভাব ছিল আলোকবর্তিকার মতো। পরাধীনতা, জুলুম, নির্যাতন, শোষণ, অসাম্য, বৈষম্য, কুসংস্কার এবং সব ধরনের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে কবির কলম ছিল শানিত অস্ত্র। বিপ্লব-বিদ্রোহ, রণসংগীত, ইসলামী তাহজিব-তমদ্দুন, ইসলামি মূল্যবোধ, ভজন-কীর্তন, শ্যামা সংগীত, প্রেম, প্রকৃতি, মানবিক মূল্যবোধ কিংবা কৈশোর ও যৌবনের অনুভূতি-সব ক্ষেত্রেই নজরুল আমাদের শুদ্ধ প্রকাশ। তিনি বলেন, মাতৃভূমিকে ভালোবাসার ক্ষেত্রেও নজরুল আমাদের অন্যতম প্রধান দিশারী। আমাদের জীবন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, সংগ্রাম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য তার রচনায় মহিমাময় সৌন্দর্যে প্রকাশিত হয়েছে। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রেরণা তিনি আজও দিয়ে চলেছেন। তার প্রাসঙ্গিকতা কখনো ফুরাবে না। মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে দেশের সব আন্দোলন-সংগ্রামে নজরুলের কবিতা ও গান ছিল অনুপ্রেরণার

উৎস। এমনটি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান প্রজন্মের সঙ্গে জাতীয় কবির সম্পর্ক আরও গভীর ও নিবিড় করতেই নানা আয়োজনে `নজরুল বর্ষ, শুরু হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

মানবাধিকার কমিশন সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাখা অগ্রহণযোগ্য: টিআইবি

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়ের অধীনে রাখার প্রস্তাব অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। সংস্থাটির দাবি, খসড়া অনুযায়ী জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন পাস হলে কমিশনের স্বাধীনতা ও কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা ক্ষুণ্ন হবে। তাই, কমিশনকে সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মতো পরিচালনার জন্য খসড়া আইনের বিভিন্ন ধারা সংশোধনের আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) রাজধানীর মাইডাস সেন্টারে `খসড়া জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০২৬: হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) ও টিআইবির পর্যালোচনা ও সুপারিশ, শীর্ষক পরামর্শ সভায় এসব কথা বলেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন-২০২৬ এর খসড়া প্রকাশ করে সবার মতামত আহ্বান করা হয়েছে। খসড়ায় কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ে বড় ধরনের ঘাটতি রয়ে গেছে। ইফতেখারুজ্জামান বলেন, কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা হয়েছে। সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কমিশনার হতে পারবেন না, কমিশনের সভার লিখিত কার্যবিবরণী প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে। এছাড়াও, তদন্তকারী কর্মকর্তাদের জবাবদিহির আওতায় আনা হয়েছে এবং জাতীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থার এখতিয়ারও বাড়ানো হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

লেখাপড়া না করায় অনেকে এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে না: শিক্ষামন্ত্রী

২০২৪ সালে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় পাস করে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি এবং রেজিস্ট্রেশন করা নিয়মিত প্রায় সাড়ে ৫ লাখ শিক্ষার্থী এবার এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা দিচ্ছেন না। দেশের ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীন ঝরে পড়ার এ হার ৩৬ দশমিক ৪৩ শতাংশ। শিক্ষাবিদরা এটিকে `উদ্বেগজনক, উল্লেখ করলেও ভিন্ন কথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছে যে পরীক্ষা দিতে তাদের লেখাপড়াটা করতেই হবে। তারা ঠিকঠাক পড়ালেখা না করায় এবার পরীক্ষা দিচ্ছে না। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) দুপুরে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ইউনেসকো আয়োজিত এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ঝরে পড়ার সংখ্যাটা এসএসসির পর এইচএসসি বা দাখিলের পর আলিমে... এটার একটা স্বাভাবিক গতি ছিল। অনেক মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়, অনেক ছেলেরা কাজে চলে যায়। এটার একটা সাধারণ মার্জিন (সীমা) সবসময় ছিল। এবার সেটা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেছে। কারণ, শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছে যে পরীক্ষা দিতে হলে লেখাপড়া করতেই হবে। অনেকে এবার ঠিকঠাক প্রস্তুতি নিতে পারেনি বিধায় ফরম পূরণ করেনি, পরীক্ষায়ও বসেনি। তিনি বলেন, তারপরও আমরা এটা নিয়ে ভাবছি, বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। ক্লাসরুমে শিক্ষকরা যাতে ভালোভাবে পড়াতে পারেন, মনিটরিং করতে পারেন, সেই কাজটা আমরা বাড়িয়ে দেবো। সিলেবাস, কারিকুলাম ও সময়- সবকিছু আমরা সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেবো। যেন আগামী দিনে এমন ভয়াবহ হারে ড্রপ আউট (ঝরে পড়া) না ঘটে। এ ঝরে পড়াটা আমাদের কাছে লক্ষ্যণীয়। এটা নিয়ে আমরা কাজ করবো। দেশের ১১টি শিক্ষা বোর্ডের মোর্চা বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির তথ্যমতে, ২০২৪ সালে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় পাস করে ১৬ লাখ ৮১ হাজার ৬৮৮ জন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ১৪ লাখ ৯১ হাজার ৯৩২ জন শিক্ষার্থী একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়। নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে তারা রেজিস্ট্রেশন করে। তবে তাদের মধ্যে ৫ লাখ ৪৩ হাজার ৯৮৯ জন শিক্ষার্থী এ বছর এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় বসছে না; শতাংশের হিসাবে যা ৩৬ দশমিক ৪৩ শতাংশ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

সঞ্চয়পত্রের মুনাফার যে হার নির্ধারণ করলো সরকার

চলতি বছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত সঞ্চয় কর্মসূচির মুনাফার হার নির্ধারণ করে দিয়েছে সরকার। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ছয় মাস সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হার অপরিবর্তিত থাকবে। ফলে আগামী ছয় মাস আগের হারেই মুনাফা পাবেন সঞ্চয়পত্রের বিনিয়োগকারীরা। এতে স্কিমের ধরন অনুযায়ী মুনাফার সর্বোচ্চ হার হবে ১১.৮২ শতাংশ থেকে ১১.৯৮ শতাংশ পর্যন্ত। চলতি বছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ের জন্য সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হার নির্ধারণ করে বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) অর্থ মন্ত্রণালয়ের সরকারি ঋণ ও আর্থিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ থেকে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। সহকারী সচিব ফারহানা জাহান উপমার সই করা এই প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়, জাতীয় সঞ্চয় স্কিমগুলোর জন্য চলতি বছরের জানুয়ারি-জুন মেয়াদে যে সুদহার বলবৎ ছিল, আগামী জুলাই-ডিসেম্বর সময়েও তা একই হার এবং একই শর্তে অব্যাহত থাকবে। সঞ্চয়পত্রের ক্ষেত্রে বিদ্যমান উক্ত সুদহার বলবৎ থাকার বিষয়টি ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হার বছরে দু-বার নির্ধারণ করা হয়। প্রথম দফায় ১

জানুয়ারি থেকে ৩০ জূন পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় দফায় ১ জুলাই থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। তবে চলতি বছরে সঞ্চয়পত্রের মুনাফায় কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। ২০২৫ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হওয়া মুনাফার হার বহাল রয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

৩২৫০০ প্রধান শিক্ষক নিয়োগে বাধা কাটলো, সঙ্গে সুখবর দিলেন শিক্ষামন্ত্রী

মামলাজটের কারণে দীর্ঘদিন আটকে থাকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাড়ে ৩২ হাজার প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগের আইনি বাধা কেটে গেছে। আপিল বিভাগের রায়ে সব সমস্যার নিষ্পত্তি হয়েছে। রায়ের পর শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি নিয়ে আরও একটি সুখবর দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। মন্ত্রী বলেন, ৩২ হাজার ৫০০ প্রধান শিক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি আরও প্রায় ১৭ হাজার শিক্ষককে এ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) রাজধানীর একটি হোটেলে ইউনেস্কো আয়োজিত গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশনের (জিপিই) 'সিস্টেম ট্রান্সফরমেশন গ্রান্ট ও মাল্টিপ্লায়ার গ্রান্ট, শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আজকের দিনটি আমাদের জন্য সত্যিই আনন্দের। দেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুদান (গ্রান্ট) পেয়েছি। একই সঙ্গে আজ সকালে আরও একটি সুখবর এসেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩২ হাজার ৫০০ প্রধান শিক্ষক নিয়োগ-সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্টের রায় আপিল বিভাগ বহাল রেখেছেন। ফলে এখন আমরা ৩২ হাজার ৫০০ প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারবো। পাশাপাশি আরও প্রায় ১৭ হাজার শিক্ষককে এ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

স্বাস্থ্যের রাজস্বখাতে ৫ হাজার পদ সৃষ্টির প্রস্তাব যাচ্ছে জনপ্রশাসনে

দেশের বর্তমান স্বাস্থ্যখাতের যে বাস্তব চিত্র, তা এই ঐতিহাসিক সম্ভাবনাকে চরম ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। একদিকে হাসপাতালগুলোতে সেবার জন্য হাহাকার, অন্যদিকে সরকারি স্বাস্থ্য প্রশাসনে জমে উঠেছে শূন্যপদের বিশাল পাহাড়। এ অবস্থায় দেশের স্বাস্থ্যখাতের সেবার মান বৃদ্ধি এবং নবসৃষ্ট ও শয্যা-উন্নত হাসপাতালগুলোর কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করতে বড় ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এরই অংশ হিসেবে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের জন্য রাজস্বখাতে প্রায় ৫ হাজার ৩৬৯টি নতুন পদ সৃষ্টির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. কামরুজ্জামান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় বিস্তারিত পর্যালোচনা শেষে এসব পদ সৃষ্টির প্রস্তাব দ্রুত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সম্মতি দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে অংশ নেওয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও পরিচালকদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে। তারা জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব হেলথ ম্যানেজমেন্ট (বিআইএইচএম) সাভারের ৮৩টি, সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের ২০৪৮টি, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের ১২টি, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ১ হাজার ৪৮৭টি এবং যশোরের ২৩৮টিসহ নির্দিষ্টকৃত পদ এবং ৩৭টি মেডিকেল কলেজের সংশোধিত প্রস্তাব মিলিয়ে প্রায় ৫ হাজার ৩৬৯টি পদ সৃষ্টির প্রশাসনিক প্রক্রিয়া চলমান। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব হেলথ ম্যানেজমেন্ট (বিআইএইচএম) সাভারের পরিচালক সভায় উপস্থাপন করেন, বিআইএইচএম সাভার একটি নবসৃষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির ভবন নির্মাণ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। দক্ষ ও সচেতন স্বাস্থ্য সেবাদানকারী চিকিৎসক এবং নার্সসহ অন্যান্য জনবল তৈরির লক্ষ্যে উক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটির জন্য ১৪৬টি পদের বাইরে আরও ৮৩টি পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করেছি। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় সিদ্ধান্ত হয়, বিআইএইচএম সাভারের জন্য রাজস্বখাতে ৮৩টি পদ সৃষ্টির প্রস্তাব স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে। ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক সভায় জানান, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ থেকে ২০২২ সালে ৮৫০ শয্যা থেকে ১ হাজার ৩৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ ও বর্ধিত শয্যায় সেবা কার্যক্রম চালুর প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়। ৮৫০ শয্যার জন্য ২১টি বিভাগে সেবা চলমান রাখার জন্য রাজস্বখাতে ১ হাজার ৩০৩ পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। বর্তমানে ১ হাজার ৩৫০ শয্যার জন্য ২১টি বিভাগ চালু করা হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

পদ্মা রেল সেতুর পিলারের নিচ থেকে মাটি কাটার নেতিবাচক প্রভাব নেই

সড়ক পরিবহন ও সেতু, নৌপরিবহন এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম বলেছেন, পদ্মা রেল সেতুর পিলারের নিচের মাটি কাটায় কোনো নেতিবাচক প্রভাব নেই, বরং ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) সকালে নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লার আলীগঞ্জ এলাকায় পদ্মারেল ব্রিজের ভায়াডাক্টের নিচে চলমান ডিমোবিলাইজেশন কার্যক্রম পরিদর্শনে এসে তিনি এ কথা বলেন। শেখ রবিউল আলম বলেন, ভায়াডাক্ট নির্মাণের সময় ভারী যন্ত্রপাতি চলাচলের জন্য অস্থায়ীভাবে ভরাট করা মাটি এখন প্রকল্পের নকশা ও চুক্তি অনুযায়ী অপসারণ করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, পদ্মা রেলসেতুর ভায়াডাক্টের নিচে মাটি অপসারণের ফলে রেললাইন বা কাঠামোর কোনো ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি হবে না। বরং প্রকল্পের নিরাপত্তা, পরিবেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার স্বার্থেই এই কাজ করা

হচ্ছে। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে ১৬ দশমিক ৭৬ কিলোমিটারের মধ্যে ১৪ দশমিক ৪ কিলোমিটার অংশের কাজ শেষ হয়েছে। অবশিষ্ট ২ দশমিক ৩৪ কিলোমিটার এলাকায় গড়ে সাড়ে তিন ফুট মাটি অপসারণ করা হবে। এতে ভায়াডাক্ট বা রেললাইনের কোনো ঝুঁকি নেই। বরং প্রাকৃতিক জলপ্রবাহ ও পরিবেশের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে এ কাজ প্রয়োজন। মন্ত্রী আরও বলেন, পুরো কাঠামো প্রকৌশলগতভাবে নিরাপদ এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ রেলওয়ে দেশের স্বার্থেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছে। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন সড়ক পরিবহণ ও রেল প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রহমান ও রেল মন্ত্রণালয়ের সচিব ফাহিমুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক ব্রিগেডিয়ার আবুল হাসনাত মোহাম্মদ সায়েমসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

জনসম্মুখে বরাদ্দের হিসাব প্রকাশ করলেন হুইপ জি কে গউছ

ব্যতিক্রমী উদ্যোগ জনসম্মুখে বরাদ্দের প্রকাশ করেছেন জাতীয় সংসদের হুইপ জি কে গউছ। এছাড়া বরাদ্দগুলো প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ খাতে স্বচ্ছতার সঙ্গে ব্যয় করার নির্দেশও দেন তিনি। বুধবার (১ জুলাই) রাতে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে হবিগঞ্জ সদর, লাখাই ও শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলায় বিভিন্ন ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় শেষে তিনি প্রাপ্ত বরাদ্দ জনসম্মুখে প্রকাশ করেন। এসময় জি কে গউছ বলেন, ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে মানুষ পরিবর্তন চেয়েছে। অতীতে যারা দুর্নীতি করেছে, স্বজনপ্রীতি করেছে, লুটপাট করেছে, জনগণের টাকা লুটপাট করে বিদেশে সম্পদের পাহাড় গড়েছে তাদেরকে আর দেখতে চায় না। সে জন্যই মানুষ এবার পরিবর্তনে নতুন কিছু দেখতে চায়। আর মানুষের সে স্বপ্ন পূরণ হবে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে। এ জন্যই আমরা জনগণের টাকা কিভাবে ব্যয় হয় তা জনসম্মুখে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এ দেশের প্রতিটি নাগরিকের তা জানার অধিকার রয়েছে। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) দুপুরে তিনি সদর উপজেলা পরিষদ হলরুমে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ মানুষকে অর্থ ও চাল এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য প্রযুক্তিসেবা প্রকল্পের আওতায় মৎস্য, ছাগল বিতরণ করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

হলি আর্টিসান ট্র্যাজেডির ১০ বছর, নিহত ৭ জাপানিকে জাইকার শ্রদ্ধা

হলি আর্টিসান ট্র্যাজেডির দশম বছর স্মরণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নিহত ৭ জাপানি নাগরিকের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) রাজধানীর উত্তরায় মেট্রোরেল প্রদর্শনী ও তথ্যকেন্দ্রে (এমইআইসি) অনুষ্ঠিত এই স্মরণসভা হয়। এসময় ওই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্যদেরও স্মরণ করা হয়। স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন জাইকার প্রেসিডেন্ট ড. তানাকা আকিহিকো, জাইকার দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের মহাপরিচালক ইয়ামাদা তেতসুইয়া, জাইকা বাংলাদেশ অফিসের মূখ্য প্রতিনিধি তাকাহাশি জুনকো, জাপানের পররাষ্ট্র বিষয়ক সংসদীয় উপমন্ত্রী শিমাদা তোমোআকি, বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত সাইদা শিনিচি এবং জাপান সরকার ও দূতাবাসের অন্যান্য কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠানে জাইকার প্রেসিডেন্ট তানাকা আকিহিকো বলেন, বাংলাদেশ সম্প্রতি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। তবে সেদিনের দুর্ঘটনায় আমরা যাদের হারিয়েছি তারা চেয়েছিলেন বাংলাদেশের মানুষ যেন আরও ভালোভাবে, উন্নত পরিবেশে বাঁচতে পারে। আমরা তাদের সেই স্বপ্ন বুকে নিয়ে এবং নিরাপত্তার প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার রেখে এই কাজ সম্পন্ন করতে আশাবাদী। এই মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির দশম বছরে বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রায় সহযোগিতার অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে জাইকা। ঢাকা মেট্রোরেল দুই দেশের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের একটি উদাহরণ, যা জাপান-বাংলাদেশের পারস্পরিক শ্রদ্ধা, যৌথ উদ্যোগে ধারাবাহিক সাফল্য এবং টেকসই উন্নয়নে বিশ্বাসকে প্রমাণ করে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথমবার বডি ওর্ন ক্যামেরা ব্যবহার করলো পুলিশ

এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় কেন্দ্রের বাইরের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিরোধ এবং সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেশে প্রথমবারের মতো বডি ওর্ন ক্যামেরা ব্যবহার শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সদর দপ্তর জানিয়েছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বডি ওর্ন ক্যামেরা ব্যবহারের ইতিবাচক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবার এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এ প্রযুক্তি যুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরের পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা দ্রুত মোকাবিলা করা সহজ হবে। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা দুপুর ১টায় শেষ হয়। পরীক্ষার্থীরা নির্ধারিত সময়ের ৩০ মিনিট আগে কেন্দ্রে প্রবেশ করেন। প্রথম দিনে দেশের ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে বাংলা প্রথমপত্র, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে আলিমের কোরআন মাজিদ এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে এইচএসসি (বিএমটি) বাংলা-২ বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

র‍্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালতে ৮ মাদক কারবারি-সেবনকারীর কারাদণ্ড

ঢাকার মেরুল বাড্ডা, ভাটারা ও খিলক্ষেত এলাকায় মাদকবিরোধী বিশেষ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে আটজন মাদক কারবারি ও সেবনকারীকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব-১। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। বুধবার (১ জুলাই) সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত র‍্যাব-১-এর সিপিসি-১, সিপিসি-২, সিপিসি-৩ এবং সদর কোম্পানি যৌথভাবে এ অভিযান পরিচালনা করে। র‍্যাব-১ এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাহ্ আলম জানান, সরকারের মাদকের বিরুদ্ধে ‌‌'জিরো টলারেন্স, নীতির অংশ হিসেবে পরিচালিত এ অভিযানে বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়। র‍্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু হাসান মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী তাদের অপরাধের ধরন বিবেচনায় বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেন। গ্রেফতারদের সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। একই সঙ্গে মাদক নির্মূলে এ ধরনের বিশেষ অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলেও জানিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাহ্ আলম। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

অনলাইন জুয়া-বেটিং দমনে নতুন আইন, ১০ বছর কারাদণ্ড ও ৫ কোটি টাকা জরিমানা

দেশে অনলাইন জুয়া, স্পোর্টস বেটিং, ভার্চুয়াল ক্যাসিনো, ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে জুয়ার অর্থ লেনদেন এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে পরিচালিত জুয়ার বিস্তার রোধে যুগোপযোগী নতুন আইন প্রণয়ন করেছে সরকার। প্রায় ১৫৯ বছর আগে প্রণীত (প্রকাশ্য জুয়া আইন ১৮৬৭) রহিত করে জুয়া প্রতিরোধ আইন, ২০২৬ নামে নতুন আইন কার্যকর করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির সম্মতির পর বুধবার (১ জুলাই) আইনটি জারি করে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আইনটি কার্যকর হয়েছে। নতুন আইনে প্রথমবারের মতো অনলাইন জুয়া, অনলাইন বেটিং, স্পোর্টস বেটিং, ভার্চুয়াল বেটিং, ফ্যান্টাসি বেটিং, ই-স্পোর্টস বেটিং, ডিজিটাল গ্যাম্বলিং প্ল্যাটফর্ম, ভিপিএন, প্রক্সি, মিরর সাইট, ক্রিপ্টোকারেন্সি, ডিজিটাল ওয়ালেট, ঘোস্ট সিম, ভুয়া এমএফএস অ্যাকাউন্ট, ম্যাচ ফিক্সিং এবং স্পট ফিক্সিংয়ের মতো ডিজিটাল অপরাধের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রাম বোর্ডে এইচএসসির প্রথম দিনে অনুপস্থিত ১৩৪০

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০২৬ সালের উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষার প্রথম দিন বাংলা (আবশ্যিক) প্রথম পত্র পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাঁচ জেলার ১১৪টি পরীক্ষা কেন্দ্রে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের প্রকাশিত দৈনিক পরীক্ষা প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বোর্ডের অধীন পাঁচ জেলার ১১৪টি কেন্দ্রে মোট ৭২ হাজার ৫২৩ জন পরীক্ষার্থীর অংশ নেওয়ার কথা ছিল। এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ৭১ হাজার ১৮৩ জন। অনুপস্থিত ছিল ১ হাজার ৩৪০ জন, যা মোট পরীক্ষার্থীর প্রায় ১ দশমিক ৮১ শতাংশ। জেলাভিত্তিক তথ্যে দেখা যায়, চট্টগ্রাম জেলায় ৪০ হাজার ১৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৯ হাজার ৯৩২ জন অংশ নেয় এবং ৮৫ জন অনুপস্থিত ছিল।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ রিহাব)

রেডিও টুডে

প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক শুরু হয়েছে । বৃহস্পতিবার বিকেলে বাংলাদেশ সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ ভবনের জনপ্রশাসন সভাকক্ষে এই বৈঠক শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সচিব জাহিদুল ইসলাম রনি গণমাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. নাসিমুল গনি এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করবেন। সেখানে তিনি বৈঠকের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, নতুন নীতিগত অনুমোদন ও সামগ্রিক বিষয়ে সাংবাদিকদের বিস্তারিত ব্রিফ করবেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ আসাদ)

জাতীয় ভিসা নীতিমালায় আসছে বড় পরিবর্তন

দীর্ঘ ২০ বছর পর মন্ত্রিসভার বৈঠকে নতুন ভিসানীতির খসড়া উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে খসড়া ভিসানীতিতে আগে যেসব দেশ কালো তালিকাভুক্ত ছিল, সেগুলো আগের মতোই রয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক শেষে এ তথ্য জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. নাসিমুল গনি। মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, ২০০৬ সালের পর ২০২৬ সালে এসে নতুন করে ভিসা পলিসির খসড়া উপস্থাপন করা হয়েছে। পারস্পরিক সম্পর্ক ও সৌহার্দ্য বিনিময়ের অংশ হিসেবে এবং বিনিয়োগ ও ট্যুরিজম আকৃষ্ট করতে এই পলিসি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ভিসার ক্ষেত্রে ৩৪ টাইপের ক্যাটাগরি করা হয়েছে। এছাড়া ভিসা পলিসিতে যে দেশ কালো তালিকাভুক্ত ছিল, তা আগের মতো আছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ আসাদ)

চিকিৎসাসেবার মান বাড়াতে বেসরকারি হাসপাতাল-ক্লিনিককে ৫ নির্দেশনা

দেশের বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে চিকিৎসকদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে এবং চিকিৎসাসেবার মান বাড়াতে পাঁচ দফা নির্দেশনা জারি করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। মাঠপর্যায়ে এই নির্দেশনা কঠোরভাবে বাস্তবায়নের জন্য দেশের সব সিভিল সার্জনদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ডা. জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ রুমীর সই করা এক চিঠিতে এই আদেশ জারি করা হয়। সিভিল সার্জনদের কাছে পাঠানো ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, শয্যাসংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক, নার্স ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োজিত রাখা সব বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের জন্য বাধ্যতামূলক। বিশেষ করে, ৫০ শয্যার একটি হাসপাতালে প্রতি শিফটে কমপক্ষে পাঁচজন মেডিকেল অফিসার উপস্থিত থাকতে হবে। অর্থাৎ, প্রতি ১০ শয্যার বিপরীতে অন্তত একজন মেডিকেল অফিসারের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নতুন এই আদেশ অনুযায়ী, সিভিল সার্জনদের যে পাঁচটি পদক্ষেপ জরুরি ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করতে হবে, সেগুলো হলো:

১. জেলার সব বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক থেকে প্রতি মাসে চিকিৎসকদের ডিউটি রোস্টার (দায়িত্ব পালনের সূচি) সংগ্রহ করতে হবে।

২. প্রতিটি প্রতিষ্ঠান থেকে চিকিৎসকদের নাম, বিএমডিসি নিবন্ধন নম্বর ও মোবাইল নম্বরসহ হালনাগাদ তালিকা সিভিল সার্জন কার্যালয়ে জমা নেওয়া নিশ্চিত করতে হবে।

৩. প্রাপ্ত ডিউটি রোস্টার ও তথ্যের ভিত্তিতে হাসপাতালগুলোতে নিয়মিত তদারকি এবং আকস্মিক পরিদর্শন (সারপ্রাইজ ভিজিট) পরিচালনা করতে হবে।

৪. পরিদর্শনের সময় প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক উপস্থিত না থাকলে কিংবা ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য দেওয়া হলে, প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করতে হবে।

৫. এই সামগ্রিক মনিটরিং কার্যক্রমের একটি সারসংক্ষেপ প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পাঠাতে হবে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, সাধারণ রোগীদের নিরাপদ, মানসম্মত এবং কোনো ধরনের বিঘ্ন ছাড়া নিরবচ্ছিন্ন চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতেই এই কড়া নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। দেশের চিকিৎসাসেবা খাতকে আরও সুশৃঙ্খল করতে এই আদেশ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বাস্তবায়নের জন্য সব সিভিল সার্জনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬)

কাজী নজরুল আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রেরণার উৎস: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কেবল অতীত ইতিহাস নন, তিনি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রেরণার উৎস। তিনি আমাদের যাপিত জীবনের অনিবার্য অংশ। তিনি বলেন, `প্রতিটি রাষ্ট্র এবং সমাজে এমন কিছু ক্ষণজন্মা মানুষ জন্ম নেন, যারা আমাদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক জীবন কিংবা আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক দর্শন ও আমাদের মনোজগতে প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। কবি নজরুল তেমনই একজন ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ব। কৈশোর থেকে পরিণত বয়স, আমাদের জীবনের সকল পর্যায়েই তাঁর প্রভাব অপরিসীম।' বৃহস্পতিবার সকালে বাংলাদেশ সচিবালয়ে নজরুল বর্ষ উপলক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কক্ষে আয়োজিত এক সভায় বছরব্যাপী `নজরুল বর্ষ ২০২৬-২০২৭, কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। সরকার ২০২৬ সালের ২৫ মে থেকে ২০২৭ সালের ২৫ মে পর্যন্ত সময়কালকে `নজরুল বর্ষ, হিসেবে ঘোষণা করেছে। এর পাশাপাশি কবির স্মৃতিবিজড়িত ময়মনসিংহের ত্রিশালকে `নজরুল সিটি, ঘোষণার সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও অনুষ্ঠানে জানানো হয়। কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিদ্রোহী কবি, প্রেমের কবি, বিরহের কবি, তারুণ্যের কবি, বাংলাদেশের ঐতিহ্যের কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয়, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অবিস্মরণীয় নাম। পরাধীন, পর্যুদস্ত, পরাভূত জাতির ভাগ্যাকাশে তাঁর আবির্ভাব ছিল আলোকবর্তিকার মতো।' (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ আসাদ)

ফিলিস্তিনের প্রতি বাংলাদেশের নৈতিক সমর্থন অব্যাহত থাকবে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসেফ এস. ওয়াই. রামাদান। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিজ কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। সাক্ষাৎকালে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে আসছে। তিনি আরও বলেন, ফিলিস্তিনের প্রতি বাংলাদেশের এই নীতিগত ও নৈতিক সমর্থন সর্বদা অব্যাহত থাকবে।ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত জানান, বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক ফিলিস্তিনি ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন। এসময় তিনি ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশে আগমন ও পড়াশোনা নির্বিঘ্ন করতে অন-অ্যারাইভাল ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ সহযোগিতা কামনা করেন। মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট

কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য তাৎক্ষণিক নির্দেশনা প্রদান করেন। একইসঙ্গে তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি আনুষ্ঠানিক চিঠি প্রেরণের জন্য রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ জানান।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ আসাদ)

শিক্ষার উন্নয়নে ৯৮.৮৫ মিলিয়ন ডলার অনুদান নিশ্চিত: ডঃ.মাহদী আমিন

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা ড. মাহদী আমিন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কারই হবে আগামী দিনের সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলার মৌলিক ভিত্তি। তিনি বলেন, `একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমিক, সুনাগরিক, যোগ্য ও বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।, আজ সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত `বাংলাদেশে জিপিই সিস্টেম ট্রান্সফরমেশন গ্রান্ট এবং মাল্টিপ্লায়ার গ্রান্টের, আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশন, ইউনেস্কো, ইউনিসেফ, এডিবি, শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ড. মাহদী আমিন বলেন, `আজ অত্যন্ত আনন্দের দিন— আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারদের সহযোগিতায় বাংলাদেশের শিক্ষা খাতের উন্নয়নে ৯৮.৮৫ মিলিয়ন ডলারের একটি বিশাল অনুদান নিশ্চিত হয়েছে। আমাদের আন্তর্জাতিক স্টেকহোল্ডাররা সবাই এখানে এক হয়েছেন। এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক করা সম্ভব হবে।, তিনি বলেন, `প্রথম শ্রেণি থেকে শুরু করে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষার্থীর মেধার বিকাশ ও সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলতে শিক্ষাক্রমের আধুনিকায়নের কাজ চলছে। মুখস্থ বিদ্যার চাপ কমিয়ে শিক্ষাকে আনন্দময় করতে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য `সংস্কৃতি, ও `ক্রীড়া,—এই দুটি বিষয়কে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও ভাষাগত দক্ষতার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ আসাদ)

আরো কমলো এলপিজির দাম

ভোক্তাপর্যায়ে বেসরকারি খাতের তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস এলপিজির দাম কমেছে। এবার প্রতি কেজিতে কমেছে ২৯ টাকা ৭৬ পয়সা। এতে বাজারে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারে দাম কমেছে ৩৫৭ টাকা। এর আগে গত মাসে কমেছিল ৫৫ টাকা। এখন নতুন দাম হয়েছে ১ হাজার ৫২৮ টাকা। এছাড়া অটোগ্যাসের দাম ৮৬ টাকা ৯৩ পয়সা থেকে কমিয়ে ৭০ টাকা ৪০ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার নতুন এ দর ঘোষণা করে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন । যা আজ সন্ধ্যা থেকে কার্যকর হবে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ থামার পর থেকেই বিশ্ববাজারে এলপিজির দাম কমতে শুরু করে। বিইআরসি বলছে, বাজারে বিভিন্ন আকারের এলপিজি সিলিন্ডার পাওয়া যায়। এখন থেকে প্রতি কেজি এলপিজির দাম ১২৭ টাকা ৩০ পয়সা। এই হিসাবে বিভিন্ন আকারের এলপিজি সিলিন্ডারের দাম নির্ধারিত হবে। যা আগে ছিল ১৫৭ টাকা ৬ পয়সা। জানা যায়, প্রতি মাসেই এলপিজির দাম নির্ধারণ করে সংস্থাটি। তবে বাজারে নির্ধারিত দামে এলপিজি বিক্রি হচ্ছে না। এলপিজির ১২ কেজি সিলিন্ডার সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় গৃহস্থালির কাজে।পাশাপাশি প্রতি সিলিন্ডারে বেশি দাম নিচ্ছেন এলপিজি বিক্রেতারা বলে অভিযোগ উঠেছে। এদিকে সরকারি কোম্পানির সরবরাহ করা এলপিজির সাড়ে ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৮২৫ টাকা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। অন্যদিকে গাড়িতে ব্যবহৃত এলপিজির দাম প্রতি লিটার ৭০ টাকা ৪০ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর আগে, দাম ছিল ৮৬ টাকা ৯৩ পয়সা। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ আসাদ)

এইচএসসির প্রথম দিনে অনুপস্থিত ২৪৭৮৪ শিক্ষার্থী, বহিষ্কার ৭

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার প্রথম দিনে ২৪ হাজার ৭৮৪ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিনের পরীক্ষা শেষে এ তথ্য জানিয়েছে আন্ত শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি। কমিটির তথ্য অনুযায়ী, প্রথম দিনে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে সাত পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় বাংলা প্রথমপত্রের মাধ্যমে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়ে দুপুর ১টায় শেষ হয়।শিক্ষা বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, এবারের পরীক্ষায় মোট ৯ হাজার ৪৩৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ২ হাজার ৬৯৭টি কেন্দ্রে সর্বমোট ১২ লাখ ৭০ হাজার ৫৮৩ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেওয়ার কথা ছিল। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ আসাদ)

রাখাইনে মুহুর্মুহু বোমা বিস্ফোরণ, কাঁপছে টেকনাফ

কক্সবাজারের টেকনাফ সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে আবারও দফায় দফায় বোমা বিস্ফোরণের বিকট শব্দ শোনা যাচ্ছে। বিস্ফোরণের শব্দে এপারের সীমান্ত এলাকা কেঁপে উঠেছে। বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে টেকনাফের হোয়াইক্যং ও হ্নীলা সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারের রাখাইনের বলিবাজার ও কুমিরখালী এলাকায় সংঘর্ষ চলছে। এর আগে, গত বুধবার দিন ও রাতে মংডু শহরে বিমান থেকে বোমা হামলার ঘটনাও ঘটেছে। স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুর রহমান বলেন, বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে রাখাইনের বলিবাজার ও কুমিরখালী এলাকা থেকে বোমা বিস্ফোরণের বিকট

শব্দ শোনা যায়। এতে হোয়াইক্যং সীমান্তের বাড়িঘর কেঁপে ওঠে। এ পর্যন্ত অন্তত ৭টি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। হোয়াইক্যং ২ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার সিরাজুল মোস্তফা লালু বলেন, প্রায় এক বছর আগে হোয়াইক্যং সীমান্তের ওপারে আরাকান আর্মি ও মিয়ানমার জান্তা বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছিল। তখন সীমান্ত এলাকার মানুষ আতঙ্কে দিন কাটিয়েছেন। এখন আবারও নতুন করে হোয়াইক্যং সীমান্তের ওপারে রাখাইনে হামলা ও সংঘর্ষ শুরু হওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। হ্নীলা মৌলভীবাজারের বাসিন্দা জেলে রহমত উল্লাহ বলেন, বৃহস্পতিবার সকালে নাফ নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। দুপুরের দিকে মৌলভীবাজারের ওপারে রাখাইন সীমান্ত থেকে একের পর এক বিস্ফোরণের কয়েকটি বিকট শব্দ শোনা যায়। আতঙ্কে মাছ ধরা বন্ধ করে দ্রুত ফিরে এসেছি। উখিয়া ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. জহিরুল ইসলাম বলেন, বিস্ফোরণের শব্দের বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান। বিজিবি সীমান্তে সর্তক অবস্থানে রয়েছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ আসাদ)

প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে তিস্তা পাড়ে হাজারো মানুষের আলোর মিছিল

তিস্তা নদীর দুই তীরের ৫ জেলার ৮টি স্থানে হাজারো মানুষ গণসমাবেশ ও আলোর মিছিল করেছে ‘তিস্তা বাঁচাও নদী বাঁচাও, সংগ্রাম পরিষদ। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করায় তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং প্রকল্পটি দ্রুত একনেক অনুমোদন ও বাস্তবায়নে রোডম্যাপ ঘোষণার দাবিতে তারা এই মিছিল করে। গতকাল বুধবার সন্ধ্যার পর পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে রংপুর, গাইবান্ধা, নীলফামারী, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামের তিস্তা তীরবর্তী বিভিন্ন স্থানে একযোগে এই কর্মসূচি পালিত হয়েছে। গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার তারাবাজারের আলীবাবা থিম পার্ক-সংলগ্ন তিস্তা পাড়ে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম হক্কানী বলেন, চীন সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে ঘোষণা দিয়েছেন-২০২৬-২০২৭ অর্থবছরেই এই সরকার যে কোনো মূল্যে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে। আমরা এই ঘোষণাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। উত্তরাঞ্চলের মানুষের কাছে তিস্তা মহাপরিকল্পনা শুধু একটি উন্নয়ন প্রকল্প নয়, এটি নদীভাঙন রোধ, তিস্তার উভয় তীর সংরক্ষণ, নদী খনন, শাখা-উপনদী পুনরুজ্জীবন, ভূগর্ভস্থ পানির পুনর্ভরণ, কৃষি উৎপাদন ও সেচ সম্প্রসারণ, নৌযোগাযোগ, পরিবেশ সংরক্ষণ, শিল্পায়ন এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার একটি সমন্বিত জাতীয় উদ্যোগ। আমরা বিশ্বাস করি জাতীয় সংসদে দেয়া ঘোষণার দ্রুত বাস্তবায়নই হবে তিস্তা পাড়ের মানুষের প্রতি সরকারের অঙ্গীকারের বাস্তব প্রতিফলন। তিনি আরও বলেন, তিস্তা পাড়ের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে শুধু প্রতিশ্রুতি শুনেছে। এখন তারা নতুন আশ্বাস নয়, দৃশ্যমান অগ্রগতি দেখতে চায়। তাই তিস্তা অববাহিকার বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার মানুষ আলোর মিছিলে অংশ নিয়ে দ্রুত তিস্তা মহাপরিকল্পনার একনেক অনুমোদন এবং পদ্মা ব্যারাজ প্রকল্পের মতো একটি সুনির্দিষ্ট ও সময়বদ্ধ বাস্তবায়ন রোডম্যাপ ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন। সমাবেশ শেষে হাজারো মানুষের অংশগ্রহণে মশাল প্রজ্বালনের মাধ্যমে আলোর মিছিল বের করা হয়।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ আসাদ)

নতুন পে-স্কেলের গেজেট প্রকাশ

সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য নতুন পে-স্কেলের গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর আজ বৃহস্পতিবার এই গেজেট প্রকাশ করা হলো। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০২.০৭.২০২৬ আসাদ)

বাংলাদেশের অনুরোধে তিস্তা প্রকল্পে চীন কাজ করবেঃ রাষ্ট্রদূত ওয়েন

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে চীন কারো হস্তক্ষেপ মেনে নেবে না বলে স্পষ্ট করে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফর নিয়ে বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) ঢাকায় চীনা দূতাবাসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন রাষ্ট্রদূত। তিস্তা প্রকল্পে চীন কাজ করবে জানিয়ে রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের অনুরোধে তিস্তা প্রকল্পে চীন কাজ করবে, অন্য কেনো ইস্যু আমাদের ভাবনার বিষয় নয়। এছাড়া তিস্তা প্রকল্পে চীনের অবস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে। চীন তাদের সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এই প্রকল্পে বাংলাদেশকে সহায়তা অব্যাহত রাখবে। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফর অত্যন্ত সফল। এ সফরে দুদেশের কৌশলগত পর্যায়ে সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে। এই সফরের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে আস্থার এক নতুন স্তর তৈরি হয়েছে। তিস্তা ইস্যুতে চীনের সমর্থন অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি। একই সঙ্গে, চীনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা উন্নয়ন সহযোগিতার বিষয়টি নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
(রেডিও টুডে ওয়েব। পেজ:০২.০৭.২০২৬ আসাদ)

হামের উপসর্গে আরও পাঁচজনের মৃত্যু

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে আরও ১৫৪ জনের নমুনা পরীক্ষায় হাম শনাক্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাম সংক্রান্ত নিয়মিত প্রতিবেদনে এসব তথ্য বলা

হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সারাদেশে ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত হামে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৯৩ জনের। আর হামের লক্ষণ নিয়ে মারা গেছে ৬৩১ জন। এ পর্যন্ত হামের লক্ষণ নিয়ে সবচেয়ে বেশি ২৭২ জন মারা গেছে ঢাকা বিভাগে। এছাড়া রাজশাহী বিভাগে ৮৮ জন, সিলেটে ৮২ জন, চট্টগ্রামে ৫১ জন, বরিশালে ৪০ জন, ময়মনসিংহে ৬২ জন, খুলনায় ২৮ জন এবং রংপুরে ৮ জন মারা গেছে। (রেডিও টুডে ওয়েব। পেজ:০২.০৭.২০২৬ আসাদ)

জুলাই-আগস্টে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা বাড়তে পারেঃ স্বাস্থ্যমন্ত্রী

ডেঙ্গুর প্রকোপ নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন জানিয়েছেন, জুলাই-আগস্ট মাসে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা বাড়তে পারে। তবে তা নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর পর্যাপ্ত প্রস্তুতি রেখেছে। বৃহস্পতিবার ঢাকা মেডিকেল কলেজে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, থানা, উপজেলা, জেলা পর্যায়ে ডেঙ্গুর এনএসওয়ান পরীক্ষার কিট পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া, ঢাকা ও বড় শহরগুলোতে হাসপাতাল প্রস্তুত রাখা হয়েছে। রোগী বাড়লে সেগুলো চালু করা হবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধে ইউনিয়ন পর্যায় থেকে শুরু করে মসজিদের ইমামসহ সবাইকে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে আহ্বান জানানো হয়েছে।(রেডিও টুডে ওয়েব। পেজ:০২.০৭.২০২৬ আসাদ)

BBC

'MOST MASSIVE' RUSSIAN ATTACK ON KYIV KILLS AT LEAST 20

Russian forces launched a major drone and missile attack on Kyiv overnight, killing 20 people, in what the city's mayor has described as the "most massive attack" on the Ukrainian capital. Vitaly Klitschko declared Friday a day of mourning and said around 90 people were injured. He said an ambulance station was among the places hit in the strikes. Although previous attacks have killed more people, this latest barrage deployed the largest number of weapons on the capital and hit locations over a very wide area of Kyiv. Several neighbourhoods were evacuated as strikes rocked buildings throughout the city, hours after Ukrainian President Volodymyr Zelensky warned Russia was preparing an attack.
(BBC News Web Page: 02/07/26, FARUK)

US BLOCKS LONG-TERM RENEWAL OF NORTH AMERICAN TRADE DEAL

The US has declined to renew the landmark US-Mexico-Canada Agreement (USMCA) in its current form, according to a senior US official. This decision means the trilateral trade pact will miss out on an automatic 16-year extension. The official said the administration "chose not to rubber stamp a USMCA renewal without addressing existing issues" and that "the United States did not agree to renew the USMCA in its current form". If the countries fail to unanimously agree to renew the agreement, "it essentially sets a 10-year shot lock to termination", the official said. Under the pact guidelines, each country must decide whether to renew the agreement for another 16-year term. While the free-trade deal remains in place for now, the lack of a long-term commitment creates fresh economic uncertainty across North America. (BBC News Web Page: 02/07/26, FARUK)

GAZA PATIENTS FACE AGONISING DELAYS FOR MEDICAL EVACUATION

Gaza's Hamas-run health ministry says Amina is one of 300 Palestinians who have died waiting for medical evacuations since the US-brokered ceasefire between Israel and Hamas began there last October. The figures are also used by the World Health Organization (WHO), which assists with patient transfers via Gaza's Israeli-controlled border crossings with Israel and Egypt. Thousands of others - the health ministry currently says 15,000 - are still waiting for treatment abroad - some for war-related injuries; others for conditions such as cancer. The list of evacuees is constantly fluctuating, as patients' conditions and decisions change, meaning not all deaths may be recorded. Since the ceasefire began over eight months ago, the WHO says 1,977 people have left Gaza for medical treatment. Unless the process speeds up, it could take years to evacuate all those in need.
(BBC News Web Page: 02/07/26, FARUK)

NINE THAI MONKS KILLED AFTER 11-YEAR-OLD DRIVER COLLIDES WITH PROCESSION

Nine Buddhist monks were killed and several others in their procession injured when they were hit by an 11-year-old boy driving his parent's pickup truck in north-east Thailand, police said. The group of 35 monks and five lay followers were walking along a road in Mukdahan province during a pilgrimage when the incident occurred. Footage posted online shows saffron robes and belongings scattered by the roadside, and a wrecked vehicle. Five of the monks died at the scene and four others later in hospital, according to police. They said the

boy took the pickup without permission before losing control and crashing into the monks, according to Agence France-Presse. (BBC News Web Page: 02/07/26, FARUK)

EU BORDER DELAYS 'NOT BEARABLE' OVER SUMMER, WARNS AIRPORT BOSS

The boss of Berlin Airport has said non-EU nationals arriving in the German capital are having to queue for up to two hours under a new digital border system, and warned the situation is "not bearable over the summer". Aletta von Massenbach told the BBC that at one terminal in Berlin, where Ryanair and Wizz Air operate, waiting times can run between "an hour to two hours". Under the EU's new Entry-Exit System (EES) travellers from outside the bloc must register biometric information when entering most European countries, which is checked when they leave. Airports and airlines say the system is not working. The European Commission (EC) says it is willing to offer more support. EES is meant to modernize the EU's system of border control, making it more secure and eventually making travel smoother. It has been fully operational since April.

(BBC News Web Page: 02/07/26, FARUK)

SYRIA'S PRESIDENT NAMES FINAL 70 LAWMAKERS TO NEW POST-ASSAD PARLIAMENT

Syria's Interim President Ahmed al-Sharaa has appointed the final 70 members of the country's new parliament, paving the way for it to hold its first session next week. Fifteen of the new lawmakers are women and 13 were imprisoned during the rule of Bashar al-Asaad, who was overthrown in 2024. It is not clear how many are members of religious and ethnic minorities. Last October, regional electoral colleges selected two-thirds of the 210-seat People's Assembly, which will be responsible for legislation during the transitional period. After only six seats were won by women and 10 by minority candidates, electoral officials said Sharaa would use his appointments to address the imbalance.

(BBC News Web Page: 02/07/26, FARUK)

SOUTH AFRICA AND GHANA IN DIPLOMATIC ROW OVER KILLING OF MIGRANT

A diplomatic row has erupted between South Africa and Ghana, over claims that a Ghanaian man was killed during anti-migrant protests, which South African officials deny. Ghana's Foreign Affairs ministry said it had received with "profound shock" reports that Bashiru Isak, 40, had been shot dead on Tuesday in Cape Town's Khayelitsha's township. It said it had sent a formal protest note and filed a complaint with the police. South Africa's justice minister responded by expressing concern "that Ghanaian authorities continue to communicate false information about South Africa regarding developments on irregular migration". The police said they had "no record of the Khayelitsha murder".

(BBC News Web Page: 02/07/26, FARUK)

AT LEAST FIVE KILLED IN EXPLOSION INSIDE CENTRAL DAMASCUS CAFE

An explosion at a cafe in central Damascus has killed at least five people and injured 16, according to Syria's Ministry of Health. The explosion was reported at around 3:24pm local time at a cafe on al-Nasser Street in the al-Marjah district, close to the Palace of Justice, according to Syrian state media. Syrian state television said the blast was caused by an explosive device. Syrian news service SANA said authorities have launched an investigation into the cause of the explosion. Footage from the site showed severe damage to the cafe with blood smeared on the floor. Security forces have cordoned off the area, fearing a secondary explosion. (BBC News Web Page: 02/07/26, FARUK)

::--::THE END::--::